পাঁচ ক'নে

(পঞ্চরং)

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

মিনার্ভা থিয়েটার—৫ই জানুয়ারি, ১৮৯৬।

কলিকাতা।

৯৬ নং বীডন ষ্ট্রীট; "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য।৶০ ছয় আনা।

চরিত্র।

কালাচাঁদ	...	...	জনৈক ভদ্রলোক।
অমূল্য	...	...	লক্ষ্মীচরণের পুত্র ও সমাজ-সংস্কারক দলের নেতা।
নসীরাম	...	...	সমাজসংস্কারক।
শান্তিরাম	...	...	কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক।
লক্ষ্মীচরণ	...	...	অমূল্যের পিতা।
নিধিরাম	...	...	লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী।
সিদ্ধেশ্বর	...	...	ঐ ঐ
বিশ্বেশ্বর	...	...	ঐ ঐ
যেদো	...	...	সবুজ নিশানধারী দলের নেতা।
হীরে	...	...	দোকানীর ছোকরা।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারী পুরুষ, কতিপয় লোক, উড়ে, টহলদার, দোকানী, ভদ্রলোক, ধাঙড়, সাহেব, ভট্টাচার্য্য, ওজনদার, বর, ডেলিগেটগণ ইত্যাদি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

মনমোহিনী দাসী নিস্তারিণী দেবী কাদম্বিনী দাসী		...	লেডী ডেলিগেটগণ।
বনবিহারিণী	...	...	শান্তিরামের কন্যা।
বিপিনকুমারী	...	...	শান্তিরামের পুত্রবধূ।
মাতঙ্গিনী	...	...	শান্তিরামের গৃহিণী।
গিন্নি	...	...	লক্ষ্মীচরণের পরিবার।

কল্পনা।

লাল চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান্।

সবুজ চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান্।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারিণী নারীগণ, উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী ভদ্রমহিলাগণ, ভিখারী বালিকা ইত্যাদি।

CALCUTTA

প্রথম দৃশ্য ।

সত্যযুগ দৃশ্য ।

সত্যযুগ ।

গীত ।

আমার বাকল বসন লতার ভূষণ ফুল ভালবাসি,
সরল মনে ডাক্‌লে পরে তার কাছে আসি ।
চাই ফুলের মতন ফুল্লনয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে
ফলে ফুলে শ্যামা ধরা সাজে হরষে
আমার সদাই বাসনা, ভাল মনে ভালবাসনা
নৈলে বেস'না, কাছে এস না—
ভরি কপট হৃদয় তাইতো আসিনি,
বিপিনবাসিনী--
সরলা বিমলবালা সরলতা পিয়াসী ।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ।)

নরনারী। Mad Mad old Lady,
go to great-grand-Daddy
ছি ছি ছি, যাও যাও প্রপিতামহী !

[সকলের প্রস্থান।

[সত্যযুগের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

ত্রেতাযুগ দৃশ্য।

ত্রেতাযুগ।

গীত।

ফুল সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে, দুকুল বসনে,
যে ভালবাসে কাছে আসে রাখি তারে যতনে।
নাচে ময়ুর ময়ূরী, সুখে সারী শুকে গায়,
ফুল্ল আঁখি কুরঙ্গিনী ফুল্লমুখে চায় ;
ডরে ফণী ফণা তোলেনা, মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা যে থাকে কাছে,
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে,
শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভাসে,
যদি ছলনা আসে ;
নয়ন হেরে অমনি সরে থাকেনা তো তার মনে।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ।)

নরনারী। Mad Mad old lady
Go to go to grand daddy
ছাই ছাই ছাই, পিতামহী তোমায় কায নাই !

[সকলের প্রস্থান।

[ত্রেতাযুগের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বাপরযুগ দৃশ্য।

দ্বাপরযুগ।

গীত।

আমার মোহন বসন, মোহন ভূষণ, মোহনভাষিণী,
দেখ্‌লে ভাল ভালবাসি, নৈলে বাসিনি।
নৃত্য করে ময়ুর ময়ূরী, কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী আদরে ধরি
কুরঙ্গিনী সোহাগে গ'লে, আপনি আসে যায়না ত চ'লে,
ডরে ফণী লুকায় বিবরে,
কেশরী বনে শিহরে,
চাতুরী নাই আমার মনে, যে যেমন তেম্নি তার সনে,
সরলে হই সরলা, ছল করি যার মনে ছলা,
ছলতে কারোয় আসিনি।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ।)

নিশানধারীগণ। Mad Mad old lady,
Go to go to go to daddy !
ওমা ওমা ওমা, বাবার কাছে যা না !

[সকলের প্রস্থান।

[দ্বাপরের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কলিযুগ দৃশ্য।

কলিযুগ।

গীত।

পরি মনের মতন বসন, ভূষণ হব যায় মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাষে চাতুরী মাখা নয়ন।
বাছিনে মন্দ ভাল, আপনি ভাল থাক্‌লে ভাল,
কি এল গেল মন্দ কি ভাল,
দেখ্‌তে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নৈলে কে করে—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই, আপন হারা নই,
কথার কথা ভালবাসি, আমোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
যে আপনহারা নয় চতুরা বুঝ্‌ত নারি সে কেমন।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ।)

নরনারী। কি বাহার কি বাহার, আর কি কারু ধারি ধার।
এস কর অধিকার, আমরা গোলাম সব তোমার॥
তারা গেছে যাক্‌ বালাই।
মনমোহিনি তোমায় চাই॥

নরনারী। গীত।

We are yours,
Guardian angel, guide our course!
O, thou mischief's baneful source

Mother of curse, wicked nurse!
Thou incarnate Lie!
Your latchet we tie,
We follow thee without remorse.

[কলিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

মহিলাগণ। গীত।

ফরমেসে চাই ক'নে পাঁচখানি।
হবে মেলে মেলে রপ্তানি॥
বড়লাট খাতিরে প'ড়ে, হুকুম দিয়েছেন ক'ড়ে,
লেগে যাও হ'ড়ে প'ড়ে,
গুছিয়ে যদি কাযটা পার চ'ল্‌বে ব'সে কাপ্তেনী।
না হ'লে বিষম লেঠা ও ঘটক ঠাকুর,
ছাঁটবে টিকি সহর থেকে ক'রে দেবে দূর,
ঘটকীর গালে দেবে কালি খেতে দেবে আমানি॥
সাত রাজার ধন মাণিকওলা মেয়ে একটি চাই,
আজব দেশের রাজার ছেলে বায়না ধেছে তাই,
ঝুনুম ভারি সয়না দেরি রাত দিনই তার ফোঁপানি

হাসৃতে মাণিক কাঁদতে মুক্ত যার,
পাস্তুরের পুতোর তাই দরকার,
তারও খুব আবদার,
সারাদিন ফোঁস ফুঁসিয়ে জন্মেছে তার হাঁপানি ॥
সদাগরের পুত, ক'রে আছে কুৎ,
হাঁচলে গিনি কাস্‌লে টাকা মিন্টের কোরা আমদানি ॥
কোটালের পোলা, বায়না নিয়ে ভেঙ্গেছে গলা,
উঠলে আধুলি সিকি, ব'সলে নিদেন দোয়ানী ॥
আর এক আছে পাশ করা ছেলে,
সে যত বলে না বলে,
তার আবদেরে বাপ ফোঁপায় আর ফোলে
বলে বাগান বাড়ী বরের ওজন সোণা নেব এই জানি ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট।

(অমূল্য, ডেলিগেটগণ, লেডি ডেলিগেটগণ।)

অমূল্য। আপনার উপর পূজা Section ভার না?

১ম লেডি ডেলিগেট। হ্যাঁ, আমি Draw করেছি, First item—নিত্য পূজায় শাক, ঘণ্টা, কাঁসর বাজবে না; বাজবে একটি আরগিন। Second item—পরবে কাউরে ঢাক

ঢোল বাজাতে পার্ব্বে না, লোবোর ব্যাণ্ড বা কন্‌সার্ট্। অন্য ব্যাণ্ড্ আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই। Third item—যাত্রা, নাচ, তামাসা, থিয়েটার দিতে পার্ব্বে না, Social বা Political meeting, আমোদের ভেতর Lecture.

অমূল্য। শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, আপনার কোন Section?

কাদ। Kitchen.—আধপলা তেলে বেগুণ ভাজতে হবে---Bound. আলু সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজতে পাবেনা। মাচ---ঝাল হলুদে চচ্চড়ি—ঝোল নয়; কালিয়া প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।

অমূল্য। Bravo! আপনার কোন section?

২য় ডেলি। Marriage---marriagable age---thirty. marriage dowry---লাল পেড়ে সাড়ী; বরণ না, অন্য কোন রকম স্ত্রীআচার না, বাসরঘর prohibited.

অমূল্য। শ্রীমতী মনমোহিনী দাসী, আপনার কি Section?

মনমো। Female education. Entrance না পাশ ক'ল্লে কেউ কুট্‌নো কুট্‌তে পাবে না; L. A. না পাশ ক'ল্লে কেউ রাঁধতে পাবে না; আর B. A. পাশ করে রাঁধতেও পাবে না, কুটনোও কুটতে পাবে না। M. A.পাশ ক'ল্লে হাওয়া খেতে যাও আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া compulsory.

অমূল্য। আপনার কোন Section ডেলিগেট্ মশাই?

৩য় ডেলি। Male dress. Russia-leaher Boots or shoes. Half stocking. কালাপেড়ে ধুতি বা পাতলা

First class রেলীর থান, according to age. shirt, silk necktie, waist-coat, cap.

অমূল্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, আপনার কোন Section ?

নিস্তা। Female dress. silk chemise, silk Body তার উপর ট্যারচা ঢাকাই—আঁচল রাখ্‌তে পার্ব্বে না; বিলেত যাবার সময় শাল—ডোরা কলকাওয়ালা, আর কার্‌পেটের জুতো। সিঁতেয় সরু ক'রে একটু সিঁদুর আর সরু করে কেউ তেলক কাটেন আপত্তি নেই; Earing, Bracelet, necklace shift chain আর সোণা বাঁধান নোয়া compulsory—সধবা বিধবা কুমারী সকলকেই প'রতে হবে। কেউ কেউ ছোট silk ব্যাগে খুব fine made gold or silver মালা রাখতে চান, আপত্তি নেই।

অমূল্য। আমি একটী amendment propose করি; যখন বিলেত্‌ যাওয়া Compulsory—

স্ত্রীগণ। না, amendment না, বেশ আছে!

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। অমূল্য, সর্ব্বনাশ! পুনার খোট্টারা—ছোলা খেকো মাথা—Reformation কিছুতেই নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে Political congress.

অমূল্য। তা কখনই হ'তে পারে না।

নসী। The greatest difficulty হ'চ্চে, আমার আপনার Countrymen Bengaleeরা তাতে সায় দিচ্চে।

অমূল্য। কখনই হ'তে পারে না—ঘুসো ল'ড়বো!

(সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ।)

সবু-দল। অবিশ্যি হ'তে পারে ; আমরাও ঘুসো ল'ড়্‌বো !

অমূল্য। মশাই, বুঝুন ; অন্ততঃ বিবাহ সম্বন্ধে রিফর্‌মেসন্‌টা নিন ; marriagable age বাড়িয়ে দিন, আর marriage dowryটা উঠিয়ে দিন। marriagable age করুন thirty. আর শুদ্ধ মালা বদল করে বে, দান সামগ্রী টান সামগ্রী কিছু না ; আপনারা যদি yield করেন, এই রিফরমেশণে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক point yield কর্ব্বো।

সবু-দল। না ; পলিটিক্যাল্ এজিটেশন্ !

অমূল্য। না, সোসিয়্যাল্ রিফর্মেশন্ !

সবু-দল। না !

অমূল্য। তবে ঘুসী ল'ড়্‌বো !

সবু-দল। আমরাও ল'ড়্‌বো !

অমূল্য। তবে এস !

সবু-দল। দাঁড়াও সেজে আসি !

নসে। আচ্ছা, আমরাও সেজে আসি ; Ladies ! যদি তোমরা ওয়ার্ ডিক্লেয়ার কর, আমাদের Ladiesরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'র্ব্বে।

ডেলিগেট
লেডি } হাঁ আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'ল্লুম।

সবু-দল। তবে আমাদের লেডিস্‌দের হয়ে বলচি তাঁরাও ওয়ার্ ডিক্লেয়ার কল্লেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

——oo——

কক্ষ।

(কালাচাঁদ, অমূল্য, নসীরাম।)

কালা। অতবড় উপযুক্ত লোক আর পাবেন না। আপনি জাঁদরেল করুন, কার্নেল করুন, কাপ্তেন করুন, লেপ্টেন করুন—যেমন ঘোড় সওয়ার, তেমনি তলোয়ারবাজ!

অমূল্য। হ্যাঁ নসীরাম, আমাদের কি তলোয়ার চ'ল্‌বে?

নসী। না।

কালা। লাঠিবাজও কম নয়!

অমূল্য। লাঠি চ'ল্‌বে কি?

নসী। না, খালি ঘুসি!

কালা। ওঃ! ঘুসীতেত তক্ষপ্‌! তবে কি জানেন, মানুষটা কিছু চাপা! শিগ্‌গির রাজি হবে না। তবে কি জানেন, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তবে কি জানেন, আমি ওর মনের কথা বুঝি! তবে কি জানেন, আমার পুরাণ বন্ধু! তবে কি জানেন, আমি জোর করে ধ'ল্লে এড়াতে পার্ব্বে না। তবে কি জানেন, বুড়ো হয়েছে! তবে কি জানেন,—

নসী। চোপ রাও!

কালা। আচ্ছা চোপ রইলুম।

অমূল্য। আহা কি ব'লছে শোন না!

নসী। আরে মাথা ধরে গেল।

অমূল্য। মশাই! কি বল্‌ছেন বলুন! "তবে কি জানেন" টা ছাড়ুন।

কালা। তবে কি জানেন—"তবে কি জানেন" না হয় ছাড়লুম। তবে কি জানেন, বুঝিয়ে না ব'ল্লে—তবে কি জানেন, ভাল বুঝ'তে পার্ব্বেন না।

অমূল্য। নসে! ভাবছিস কি? শোন্‌ না কি বলেন!

নসী। দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার মাথায় একটা Policy এসেছে। এই লোকটাকে Embassador ক'রে Enemy's Campএ ছেড়ে দেব। ও একটু ঝকে "তবে কি জানেন" জুড়লেই তারা peace করবার জন্যে লালায়িত হবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

কালা। এই মশাই, আপনার কাপ্তেন নিন্‌!

অমূল্য। এ কি! এযে বুড়ো! লাঠী ধ'রে চ'লছে!

কালা। ঐ লাঠি খেল্‌বে! এ শেরসীঙের আমলের লোক্‌! শোনেননি মশাই? শেরসীঙের কপালের চামড়া চোখে এসে ঝুলে প'ড়েছিল, লড়ায়ের সময় টেনে বেঁধে দিতে হ'ত! ঘোড়ায় চ'ড়েছে কি একবারে ত্রাক্কি ছাতি উলটে প'ড়বে!

শান্তি। কিহে কালাচাঁদ! ঘোড়ায় চড়ার কথা কি ব'লছ?

কালা। আজ্ঞে কিছু না। ব'লেছি মশাই, মানুষটা চাপা! মশাই! এঁরা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন, মেয়ের বে'র খরচ কমান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। বেশ তো বাবু বেশ তো!

কালা। হিঁদুয়ানী রক্ষা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। সে তো মঙ্গল—সে তো মঙ্গল !

নসী। বিবাহের বয়স বাড়ান সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

কালা। চুপ !

নসী। চুপ কি ?

কালা। তবে বুঝুন, এইবারে বুড়ো আড়্‌লো ! যা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, উলটো ব'লবে !

নসী। আড়ে আড়ুক ! মশাই বলুন, স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আপনার কি মত !

অমূ। কি বলেন—তিরিশ ?

শান্তি। হরে রাম !

কালা। ও ঠিক হয়েছে, হরে রাম ব'লেছে, কাণে আঙুল দিয়েছে, এইবার আপনাদের লেপ্টেন্‌ করুন !

নসী। দাঁড়াও, আর গোটাকতক প্রশ্ন কর্ব্বো ; সোসিয়্যাল রিফর্মেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

কালা। (অমূল্যের প্রতি) আপনিও লাগুন্‌, আপনিও লাগুন্‌ !

অমূল্য। কন্‌গ্রেসে কি খালি পলিটিক্যাল চর্চ্চা হবে ? সোসিয়্যাল রিফর্মেশন প্রোপোজ্‌ হবে না ?

কালা। (নসীর প্রতি) এইবার আপনি, এইবার আপনি !

নসী। চোপ্‌ ইষ্টুপিড !

শান্তি। এ কি !

কালা। মশাই, কি ব'লছে বুঝেছেন ? ও এ সব খবরের কাগজে প'ড়ে ঘুন, আপনার মতেই মত ; কেমন মশাই ! মেয়ের বে'র খরচা কমাতে তো রাজি ?

শান্তি। সম্পূর্ণ রাজী !

অমূ। নসীরাম, জেনারেল কর!

শান্তি। জেনারেল কি?

কালা। জাঁদরেলগো জাঁদরেল! এদের দলে আপনি জাদরেল হ'ন।

শান্তি। কিসের দল?

নসী। আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি।

শান্তি। ওয়ার ডিক্লেয়ার কি?

কালা। মশাই ওরা সেকেলে জলপানিওয়ালা, হয় বাঙ্গলায় বলুন, নয় ইংরাজিতে বলুন; ঐ আধা বাংলা আধা ইংরাজিতে বড় চটা!

নসী। অমূল্য, তুমি বল!

অমূ। আমি পার্ব্বো না, আমার দু-একটা ইংরাজি এসে যাবে।

কালা। সেই তো বলেছিলুম, আপনারা কথা কবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছেন মশাই?—ওদের যুদ্ধ হবে।

শান্তি। যুদ্ধ কি?

কালা। (জনান্তিকে) মেয়েটা পার ক'ত্তে চাও তো সায় দিয়ে যাও। (প্রকাশ্যে) যুদ্ধ হবে।

শান্তি। হুঁ।

কালা। আপনাকে জাঁদ্‌রেল ক'র্ব্বে।

শান্তি। না বাবু, না না, বুড়ো মানুষ!

কালা। (জনান্তিকে) আরে হুঁ দাও। (প্রকাশ্যে) না মশাই, না ব'ল্লে কি ওরা শোনে? আপনি রঞ্জিৎসীঙের আমোলের লোক, ওঁরা খবর রাখেন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। তবে Red-flag নিন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। নিন, এই নিন।

কালা। মশাই! নিন, হাতে নিন, যুদ্ধে চলুন।

শান্তি। দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও; আমি আসছি বাপু, আসছি।

[প্রস্থান।

কালা। এইবার সব ঠিক! খিড়কি দোর দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়ল ব'লে! একেবারে ময়দানে খাড়া হবে!

অমূল্য। সত্যি নাকি?

কালা। তবে কি জানেন, একটা ভাবছি!

নসী। আবার?

অমূল্য। ওহে ব'ল্‌তে দাও, ব'ল্‌তে দাও! এ গ্রাণ্ড অ্যালাই! এত বড় জেনারেল যোগাড় করে দিলে! কি বলুন মশাই, বলুন।

কালা। আপনার বাপের সঙ্গে ওঁর বড় বন্ধুত্ব; আপনার বাপ ত আপনাদের দলে? তিনি তো মেয়ের বে'র খরচা কমাতে বলেন?

অমূল্য। না, তিনি বলেন—'তুই এমে পাস করেছিস্‌, তোর বে'তে বাগান, বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে সোণা নেব।'

কালা। তবেই তো সর্ব্বনাশ! মশাই, আমি শীতকালে ঘাম্‌ছি! আপনাদের আর নিশেন টিশেন থাকেতো আমায় বাতাস করুন, আমার বুক গুর্‌ গুর্‌ কচ্ছে! আপনার বাপকে ও আর একদলে দেখলেই, ও ঘোড়া ছুটিয়ে লক্ষ্ণৌ পালাবে! ও পশ্চিমে লোক, হেথায় যার থাক্‌তেই চায় না!

অমূল্য। তবে কি হবে?

কালা। এক উপায় আছে; আপনি ওর মেয়ে বে ক'ত্তে পারেন?

অমূল্য। সে কি! বাবা রাজী হবে না।

কালা। আরে চুপি চুপি!

নসী। এর কন্যার বয়স কত?

কালা। দেখ্‌তে খেঁকুরে! তেত্রিশ পেরিয়েছে।

নসী। বেশ কথা, বেশ কথা! Practical reformation সুরু করা যাক!

অমূল্য। ব্র্যাভো ব্র্যাভো! এ ব্রেভ অ্যালাই!

কালা। দেখলেন, কত বড় আপনার পক্ষ?

নসী। কি রকম হবে?

কালা। আপনারা যান; আমি যা হয় গিন্নির সঙ্গে ঠিক ক'রে যাচ্ছি।

অমূল্য। বেশ কথা, বেশ কথা!

কালা। মশাই! আপনাদের দলেরই জীত হবে; বুড়ো যখন ঘোড়ার ওপর থেকে কুকি ছাড়বে, দশটা হাজার লোক আস্তেন গুড়িয়ে আপনাদের দলে এসে দাঁড়াবে; যান যান।

[নসী ও অমূল্যর প্রস্থান।

কালা। বুড়োর ঢের খেয়েছি, দেখি যদি মেয়েটা পার কত্তে পারি!

(শান্তিরামের পুনঃ প্রবেশ।)

শান্তি। ওরে কালাচাঁদ কালাচাঁদ! সর্ব্বনাশ! বাড়ী সুদ্ধ খেপেছে! ঐ এলো! ধাওয়া করেছে।

(বনবিহারিণীর প্রবেশ।)

বনবি। গীত।

চোদ্দ পেরয়নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি বলনা কিসে।
আমি লেডি ফাষ্ট'রেট্,
হয়েছি তাইতে ডেলিগেট,
যেতে হবে মেল ট্রেনে নইলে হব লেট,
বক্তৃতা দিয়ে শুষে দেব ক'সে হাড় পিসে॥

বন। পিতা! কনসেণ্ট্ বিলের সময় আমার চোদ্দ পোরেনি, আপনার মুখে বলেছেন আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ কর্ব্বেন না। সভা থেকে পুণা কনগ্রেশে যাবার জন্য আমায় ডেলিগেট্ ইলেক্ট ক'রেছে। আমি সোসিয়্যাল রিফর্মেশনের জন্য যাচ্চি, আপনি বাধা দিয়ে আমায় আশায় নৈরাশ কর্ব্বেন না। (কালাচাঁদ কর্ত্তৃক হাততালি) কালাচাঁদ বাবু! আপনি করতালি দেবেন না। করতালি দেওয়া ইংরাজী প্রথা; সে প্রথা আমরা তুলে দিয়েছি; যদি প্রশংসাবাদ ক'ত্তে চান, যদি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন, বলুন সাধু সাধু! পুরাতন হিন্দু মতে প্রশংসা করুন।

কালা। (রোদন) ও হো হো হো হো হোহো॥

বনবি। ও আবার কি কচ্ছেন?

কালা। ও হো হো ও হো হো—

বনবি। চুপ করুন, চুপ করুন!

কালা। না মা, আমি চুপ ক'র্ব্বোনা; আমি হিন্দুমতে কাঁদছি।

বনবি। এ পুরাতন হিন্দু মত না, নূতন সংশোধিত হিন্দুমত !

কালা। না মা, আমি পুরাতন মতে কাঁদবো ; ও হো হো ওহো হো—

বনবি। আচ্ছা কাঁদেন কাঁদবেন, শুনুন।

কালা। খুব শুনেছি ; ওহো হো ওহো হো—

বনবি। ভাল চান ত চুপ করুন !

কালা। কিছুতে না ! ওহো হো—

বনবি। আঃ দূর হোক, কোথাকার অসভ্য !

কালা। ওহো হো ওহো হো—

[বনবিহারিণীর ও তাহার পশ্চাতে কালাচাঁদের ওহো হো করিতে করিতে প্রস্থান।

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

শান্তি। কোথায় গেল, কোথায় গেল ?

কালা। গিয়েছে ! দোরে খিল দিয়েছে ! ওহো হো ওহো হো—

শান্তি। আবার কাঁদছিস্ কেন ?

কালা। সাড়া পাক্ যে আমি আছি !

(ফ্যাশানবেশে বিপিন কুমারীর প্রবেশ।)

শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধু উপস্থিত ! বাবা কালাচাঁদ ! পারিস্ যদি এ বেটীকে গাং পার ক'রে দিস্ ! ও দোরে খিল টিল না, ও বেটী নাচনা-উলী হয়েছে !

বিপিন-কুমা। গীত।

আমার নামটী ফ্যাসান মিশান ভারি নূতন নূতন রং,
মোগলানী, ইহুদী, বিবি ছেল কত ঢং।
কস্তা পেড়ে ফের পরেছি—হাতেতে রুলী,

বাংলা বলি, ছেড়ে দিছি ইংরাজী বুলি,
ফের বাঙ্গালী সেজে এবার সাজাবো হররঙা সং।
দিনকতক ছিল খৃষ্টানি,
সমাজে চক্ষু বুজে হই ব্রেহ্মজ্ঞানী,
আবার ফের হিঁদুয়ানী,
নতুন ঢংঙের হিঁদুয়ানী নয় সেকেলে জবড় জং।

কালা। কে তুমি ?

বিপি কু। আমি এঁর পুত্রবধু, সভা থেকে খেতাব পেয়েছি ফ্যাশান! আমি নূতন হিন্দু রিফর্মেশনের লেডি লিডার!

কালা। কক্ষন না, আপনি ফ্যাসান কক্ষন নন, কক্ষন খেতাব পান নি!

বিপি-কু। কি? কি বলেন? আপনার যত বড় মুখ তত বড় কথা!

কালা। কথাইতো! ফ্যাশান দেখে এলুম করের মাঠে!

বিপি-কু। কি রকম ?

কালা। এই বিনুনি পড়েছে!

বিপি-কু। আমারতো পড়েছে।

কালা। অমন নয়, তিনটে নারকুলে কুল ডগায় বাঁধা!

বিপি-কু। ছিঃ! গোলাপ ফুল বেঁধেছি দেখ্‌তে পাচ্চ না ?

কালা। এই শালের পাগড়ী!

বিপি-কু। সেকি লেডি ?

কালা। হাঁ! এই ঢিলে পায়জামা! এই ঘুণ্টি গলায় চাপকান! এই চাদর পাট ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া—যেন হাইকোর্টের উকিল! পায়ে লপেটা জুতো! একেই বলি ফ্যাশাণ! আর বুকে এমন রামপদক!

বিপি-কু। তুমি অসভ্য!

কালা। না।

বিপি কু। হ্যাঁ।

কালা। না।

বিপি-কু। তুমি দূর হও!

কালা। না।

বিপি কু। তুমি যাবে না?

কালা। না।

বিপি কু। তুমি ঝগড়া কর্ব্বে?

কালা। না।

বিপি কু। তবে তুমি এখনি চলে যাও!

কালা। না—না—না—না।

বিপি কু। কান ঝালা পালা ক'ল্লে!

কালা। না না না না না।

বিপি কু। তবে আমি চল্লুম।

কালা। না না না না না না।

[বিপিন কুমারীর প্রস্থান।

শান্তি। কেলো! তাড়া কর—তাড়া কর!

কালা। কিছু কর্ত্তে হবে না! তোমার পুরোনো পায়জামা আছে না? সেইটা দেখিয়ে বোলো, বৌমা পর। তা হলে গাং পার হবে! আর যদি তিনটী নারকুলে কুল দেখাতে পার তা আর এ মুখো হবে না!

(জাঁদরেল বেশে ফ্ল্যাগ হাতে মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।)

শান্তি। কালা, এইবার তাল সামলা! এইবার স্বয়ং গিন্নি হানা দিচ্ছে!

কালা। (শান্তির প্রতি জনান্তিকে) একখানা আরসী আছে, আরসী আছে? এই যে এই যে! মশাই, বাপ বাপ ক'রে পালাবে! (উচ্চৈঃস্বরে) মশাই, জাঁদরেলনী দেখে এনুম সবুজ নিশেনের দলে! লাল নিশাণউলীরাও না কি কাকে জাঁদরেলনী করেছে!

মাত। এই আমায়! লাল নিশেণ দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

কালা। আপনাকে? পার্ব্বেন না—সে প্যারেড করে।

মাত। আমিও করি।

কালা। সে ঘোড়ায় চড়ে।

মাত। আমিও শিখবো।

কালা। সে ছুঁচোলো নথ রেখেছে।

মাত। আমিও রেখেছি।

কালা। কিছুতেই পার্ব্বে না!

মাত। কেন কেন?

কালা। সে বলেছে কামড়াব।

মাত। আমিও কামড়াব।

কালা। সে এমনি ক'রে মুখ খিচোয়। (মুখভঙ্গী)

মাত। অ্যাঁ?

কালা। এই দেখুন, পাল্লেন না!

মাত। সে তখন দেখবো!

কালা। সে এমনি ক'রে হাঁ করে! (মুখভঙ্গী) দেখুন এও পাল্লেন না!

মাত। না পারি নেই নেই! তোর কি?

কালা। সে ছোট ছোট চুল ছেঁটেছে, তার ওপর টুপি পরেছে!

ত এই আমিও প'রেছি।

কালা। এই বিনুনি ধ'রে টান দেবে!

মাত। দিক্, তেরা কি?

কালা। এমনি ক'রে সামনে এসে ফের আবার দাঁত খিচুবে। (মুখভঙ্গী)।

মাত। আমায় দাঁত খিচুচ্চ?

কালা। (আরসী প্রদর্শন) দেখুন হয় নি, এই এমনি ক'রে! (মুখভঙ্গী)।

মাত। পোড়ার মুখো!

কালা। শিখুন শিখুন! এই এমনি ক'রে, দেখুন দেখুন (মুখ-ভঙ্গী) তবু হলো না! এই এমনি ক'রে। (মুখভঙ্গী)

মাত। এই এমনি ক'রে! তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব!

কালা। তবু হলো না! এই এমনি ক'রে। (মুখভঙ্গী)

মাত। আমি চল্লুম।

কালা। যাবেন না যাবেন না। আবার হাঁ ক'র্ব্বে! (মুখভঙ্গী) এই এমনি ক'রে (মাতঙ্গিনীর প্রস্থান) দেখে যান দেখে যান! চলে গেলেন? ঠাকরুণ শুনুন! ফেরদাঁত খিচুবে এমনি করে! (মুখভঙ্গী)।

শান্তি। বাবা কালাচাঁদ! এই ঘরের জ্বলনি সইতে পারিনি, তুই আবার ছুটো ছোঁড়া কোথেকে এনেছিলি?

কালা। কেন? একটা লক্ষ্মী চরণ দের ছেলে, তোমার মেয়ে পার কর্ব্বে তো?

শান্তি। ও বাবা! তার বাপ বরের ওজনে সোণা নেবে! আর ছেলে তো ঐ ধিঙ্গি?

কালা। তোমার মেয়েই কোন ধিঙ্গি নয়?

শান্তি। আর শুনেছ, মেয়েটা আবার বে ক'র্ত্তে চায় না!

কালা। তা তো শুনলুম, সে তুমি ভেবো না।

শান্তি। এখন তো আমি ঘরে টিক্‌তে পারিনি।

কালা। তখন তো বলেছিলুম যে দোজ পক্ষে বে করো না, নেহাৎ জ্বালাতন হও,' ব্যায়রাকে বলো কালাচাঁদকে ডেকে আন— যে যার দোরে খিল দেবে!

শান্তি। বরের বাপকে কি ক'রে রাজী কর্ব্বি?

কালা। কেন ভাবচ? সে আমি যোগাড় কর্ব্বো। সুধু একটা কায কর্ব্বেন; আমি হাজার আজগুবি কথা বলি "কেমন মশাই" বল্লে সায় দেবেন, আর "না মশাই" বল্লে বল্‌বেন "না"।

শান্তি। দাঁড়া মনে থাক্‌লে হয়!

কালা। একটা আধটা এদিক ওদিক হয়, আমি সাম্‌লে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান

CALCUTTA

পঞ্চম দৃশ্য।

—oo—

উঠান্।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ঘটক ঘটকীর মুখে আগুণ! পাশ করা ছেলে একটা সম্বন্ধ আন্‌তে পাল্লে না!

কালা। (নেপথ্যে) দে মশাই দে মশাই! বাড়ী আছেন?

লক্ষ্মী। কেও, কালাচাঁদ নাকি?

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। আজ্ঞে!

লক্ষ্মী। এস এস, এমনি যুচ্চুরিটা ক'র্ত্তে হয়, খোলাম কুচির মতন টাকা গুণে দিলুম—তার না সুদ না আসল! সাত সাত বছর ঘোরালে! আচ্ছা তোমার ধর্ম্ম! ওঃ বেইমানিটা কি এমনিই ক'র্ত্তে হয়!

কালা। দে মশাই, আর বল্‌বেন না, বল্‌বেন না। আমি লজ্জায় মরে আছি! এইবার আপনার সুদে আসলে শোধ দেওয়ার যোগাড় ক'রেছি। তা শত্তুই টাকা ধার দিলে বড় ভাল হ'ত! তা দেবেন না, তা বিশ্বাস কর্ব্বেন না, তা না করুন—আপনার যা দেনা পাওনা সুদে আসলে হিসাব ক'রে রাখুন, পনের দিন বাদে এসে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়ে যাব। যদি এক পয়সা ভাঙতে বলি, আমি অব্রাহ্মণ! তবে অনুগ্রহ করে খান দুই ইংরেজ টোলায় বাড়ী দেখে রাখবেন, বিঘে পঞ্চাশষটা

একটা বাগান; গোটা ষাট সত্তর ঘোড়া, আর যদি একটা হাতীর বাচ্ছা পান! উট গোটা দুই পারেন, দেখ্‌বেন!

লক্ষ্মী। কেন হে? কেন হে? কার দরকার?

কালা। আজ্ঞে আমার।

লক্ষ্মী। তোমার কি? তোমার কি কোন রাজা রাজড়া হাত লেগেছে না কি?

কালা। আজ্ঞে না, আপনার কল্যাণে ক্রোর দুই টাকা পেয়েছি, আর ক্রোর খানেক মরিচ সহর থেকে আন্‌তে যাচ্ছি, ভাবছি কল্‌কাতায় এসেই থাকবো; দেখবেন, সাতপুকুরটা যদি বেচে! আর বেঙ্গল ক্লবের বাড়িখানা শুনছি বেচবে, সন্ধান রাখবেন, যে যত দর দিক, তার ওপর পঁচিশ হাজার আমার দর!

লক্ষ্মী। আবাগের বেটা খেপেছে! অ্যাঃ টাকা গুলো মাটী হল!

কালা। কি, ভাবছেন কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে! তোর এ রকমটা হয়েছে কদ্দিন?

কালা। একটা জবর সম্বন্ধ করেছিলুম, ট্যাঁট্‌রা দিয়েছিল, শোনেন নি?

লক্ষ্মী। ট্যাঁটরা কিরে? সে ত সং সেজেছিল!

কালা। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না; লোকে ব’ল্লে সঙ্‌! কেন জানেন? পাছে লাটসাহেব অপ্রতিভ হয়! ক’নে যদি না পাওয়া যায়! আর বলুন না, আজগুবি কারখানা—এক’নে কে সন্ধান ক’র্ব্বে বলুন দেখি? তবে বায়নাক্কা শুনুন। এর বার থিয়েটার হ’য়ে গিয়েছে; আজব সহরের রাজার ছেলে সাত রাজার ধন মাণিকওলা ক’নে চেয়েছিল। সন্ধান করে সে ক’নে

নিয়ে গেলুম, শাল দোশালা এলবাৎ পোষাক যা পেলুম, চাকর বাকরদের দিয়ে এলুম; তবে ক্রোরছুই টাকা হুণ্ডী ক'রে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। আপনার কল্যাণে এ যাত্রা গুছিয়েছি!

লক্ষ্মী। তুই ক'নে কোথাথেকে জোগাড় কল্লি?

কালা। লালদিঘির নীচে ছিল!

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! লালদিঘির নীচে ছিল কি রে?

কালা। ছিল, তা আমি কি ক'র্ব্বো মশাই! সাতরাজার ধন মাণিক যার হাতে সে কি না কর্ত্তে পারে? কখন লালদিঘির নীচে শোয়, কখন আসমানে ওড়ে, কখন মনুমেণ্টের বারাণ্ডায় ঘুমোয়!

লক্ষ্মী। বেটা বলে কি!

কালা। আর একটী মেয়ে, বোসেদের পাৎকোর নীচে আছে! সে হাস্‌লে মাণিক, কাঁদলে মুক্ত! সেই ক'নেটী মরিচ সহরে নিয়ে যাব, আর একক্রোর পাব! আর বেশী লোভ কর্ব্বো না! এই তিন ক্রোরে যদ্দূর হয়! আপনি মেয়েটী যদি দেখেন, আজ বিকেলেই দেখাতে পারি। আর যে ছুটো সম্বন্ধ আছে, সে আর আমি হাতে নেব না, জমক ভাইটেকে দেব; বলুন না? আর কেন চিরটা কাল খেটে মরা? তিন ক্রোরে শাক ভাত এক রকম চলবে!

লক্ষ্মী। তোর আবার জমক ভাই কে?

কালা। আজ্ঞে সেই—সেই লালচাঁদ! আপনি দেখেছেন পশ্চিমে ছেল, ঘটকালীটা আসটাও করে, আর বড় দলে ফেরে। ঠিক আমার মতন চেহারা; তবে আমার এই আঁচিলটী আছে, তার সেটী নাই।

লক্ষ্মী। তাকে যে দুটো দিবি, সে কি ?

কালা। আর দুটী মেয়ের ফরমাস্ আছে—একটী হাঁচ্‌লে গিনি আর কাসলে কোরা টাকা! আর একটী দাঁড়ালে আদুলী ব'সলে দোয়ানী !

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ যে ক্রোর দুক্রোরের কথা ক'চ্ছিস, তোর এ হাল কেন ?

কালা। মশাই ! চাল বাড়াই, আর ইনকম্‌ট্যাক্স দি ! সে ছেলে আমি নই ! আপনি আত্মীয়, আপনার কাছে ফুট্‌লুম, আপনিত আর কারুর কাছে ব'ল্‌তে যাচ্ছেন না ? তবে বলি শুনুন, মাগ ছেলে ইংরেজটোলায় থাক্‌বে, আমি থাক্‌বো একখানি খোলার ঘরে। রাত দুপুরে খাল ধারে একখানি জুড়ী থাক্‌বে, সেই জুড়ী চ'ড়ে গেলুম, আর রাত চাট্টেয় খোলার ঘরে ফিরে এলুম। মশাই, বিষয় আশয় তো রক্ষা ক'র্ত্তে হবে ? চোর ডাকাতের হাতে কি মারা যাব ? চাল ছাড়ছি নি !

লক্ষ্মী। এ সব ত দিব্যি জ্ঞানের কথা কচ্ছে !

কালা। আপনার একটু অবিশ্বাস হ'চ্ছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি ! ঐ যে লালদিঘির নীচে ছিল, ও সন্ন্যাসীর ওষুধ খাওয়া মেয়ে, খালি সোণা খায় ! আর ঐ পাৎকোর ভেতর যে আছে— কেবল রূপো ! হজমও করে !

লক্ষ্মী। তুই কি খেপেছিস ?

কালা। আজ্ঞে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন—এখনি, কিছু টাকা সঙ্গে নিন, বোসেরা পাৎকোর পাড়ে পাহারা রেখেছে, কিছু ঘুস দিতে হবে ; রূপর গুড়োর চার ক'র্ব্ব—আর গন্ধ পেয়ে অমনি ভুস করে ভেসে উঠবে !

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

কালা। গোটা কুড়িক টাকা সঙ্গে নেবেন। দশটা টাকা ঘুস দিতে হবে, আর দশটা টাকা গুঁড়িয়ে চার ক'র্ত্তে হবে। এই ঠিক ওক্ত হয়েছে; বেটা ছেলেরা সব কর্ম্ম কাযে বেরুলে, আপনি এলেই হয়। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি দোরটা দাও ত, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

[প্রস্থান।

কালা। যে আজ্ঞে। ভগবান যদি কিছু দেয়ত পাই! রূপর গুড়গুড়িটা গুড়গুড়িটাই!

[গুড়গুড়ি লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। অ্যাঁ! বেটা রূপোর গুড়গুড়িটা নিয়ে পালাল নাকি?

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

কালা। (স্বগতঃ) গুঁজড়ে ত রাখলুম—কিপ্পণের ধন তস্করের অধিকার! এখন বাটপাড়ে না নেয়!

লক্ষ্মী। ওরে! রূপর গুড়গুড়িটা কি হল?

কালা। চলুন, সে দেখবেন এখন।

লক্ষ্মী। দেখব কি? গুড়গুড়ি বের কর!

কালা। বার ক'র্ব্বো কি মশাই?

লক্ষ্মী। গুড়গুড়ি কি কল্লি বল?

কালা। কেন, ভাল ক'ত্তে গেলুম মন্দ হলো বুঝি? বলি কেন নগদ টাকা গুঁড়িয়ে চার কর্ব্বে বল, এই গুড়গুড়িটা চার হোক্! যে চার ত'য়ের করে, সে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে রূপটকু

দিলুম; সে মেতি খোল টোল মেখে বোসেদের সদরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। আপনি চলুন, এই দেখুন না নলটা প'ড়ে রয়েছে।

লক্ষ্মী। নে নে, ন্যাকাম করিসনি, রূপ দে!

কালা। তবে আসুন শিগ্‌গির। চার না করে ফেলে থাকে, দিচ্ছি। আমি ভাল ক'র্ত্তে গেলুম, মশাই কোন কথা বিশ্বাস করেন না! ঐ যে মেয়েটী যাচ্ছে, ঐ উটি ড্রেণের ভেতর থাকে, দেখতে ভিখিরী—কিন্তু মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে!

লক্ষ্মী। দেখাতে পারিস্?

কালা। তবে চট্‌পট্‌ চলে আসুন!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে দাঁড়া দাঁড়া—এই বেটা পালাল! বেটাকে দেখতে পেলে পাহারোলা ধরিয়ে দেব!

(নিধিরামের প্রবেশ।)

নিধি। খুড়ো খুড়ো!

লক্ষ্মী। কালা বেটা তো গুড়গুড়ি নিয়ে পালাল! তুমি আবার কি মনে করে হে? তোমার টাকাকটা দেবে?

নিধি। বড় মুস্কিলে পড়েছি! টাকা দেবনা কেন?—টাকা দেব। কিন্তু এ ফঁ্যাসাদ থেকে কি করে বাঁচি?

লক্ষ্মী। কি ফঁ্যাসাদটা শুনি?

নিধি। যদি কারুর সাক্ষাতে না প্রকাশ কর—

লক্ষ্মী। কি, রকমটা কি?

নিধি। আমার একটী মেয়ে আছে।

লক্ষ্মী। না বাপু, আমি আর টাকা টাকা ধার দিতে পার্ব্বো না!

নিধি। খুড়ো! তা না, তা না! মেয়েটী হাস্‌লে মাণিক, কাঁদলে মুক্ত!

লক্ষ্মী। দাঁড়া দাঁড়া! দোরে চাবি দি! ঘড়িটা নিতে এসেছিস বুঝি?

নিধি। ও খুড়ো, শোন না! অমন কচ্ছ কেন? কালা বেটা কোত্থেকে তা সন্ধান করেছে, মরিচ সহরে নিয়ে যাবে। কি করি বল দেখি? পাৎকোর ভেতর লুকিয়ে রেখেও পার পেলুম না! গিন্নিত খাওয়া দাওয়া ছেড়েছে—রাতদিনই কাঁদছে!

লক্ষ্মী। সে মেয়েটা নাকি রূপ খায় শুনেছি?

নিধি। অদৃষ্টের কথা বল কেন? রেতে একটী মতি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বদ্রিনারাণদের কুঠিতে বেচি, যতটুকু রূপ দেয়, সেই গুঁড়িয়ে পাৎকোয় ফেলে দিই। খুড়ো, এ দায়ে কিসে রক্ষা হই বল?

লক্ষ্মী। বেটা, আমায় ন্যাকা পেয়েছিস আর কি?

নিধি। খুড়ো, এ যে বিশ্বাস কর্ব্বার কথা নয়! তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি!

লক্ষ্মী। তা মরিচ সহরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমি কি কর্ব্বো তার?

নিধি। তুমি যদি জাত রাখ! তোমার ছেলেটীর সঙ্গে যদি বে দাও! কিন্তু হাঁ তা বল্‌ছি, যা মাণিক হাস্‌বে আর যা মুক্ত কাঁদবে, আধাআধি বখরা। চুপ চুপ কে আস্‌ছে!

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।)

সিদ্ধে। কালা বেটা সর্ব্বনাশ কল্লে, সর্ব্বনাশ কল্লে! দাদা, এবার ধনে প্রাণে গেলুম!

লক্ষ্মী। কি, তোমার আবার কি বাসনা ?

সিদ্ধে। তোমার ছেলেটাকে আমায় দিতে হবে ; নৈলে মরিচ সহরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায় ! ঐ কালা বেটা ! মশাই ! ড্রেনের ভেতর মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি, ও বেটা কোত্থেকে সন্ধান করেছে ! মেয়েটা মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে ; আমি সে টাকা বার ক'র্ত্তে দিইনি, অমনি উঠনেই পুঁতে রাখি। দাও দাদা, তোমার ছেলের সঙ্গে বে দাও ! রোজ সকালে একটু কাশীর নস্যি নাকে দিই,ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বিশ তিরিশটা মোহর হাঁচে ! আর ড্রেনে থেকে সর্দ্দি হয়েছে কিনা ? টাকা কাসে !

লক্ষ্মী। আর মরে না ?

সিদ্ধে। দাদা, চাক্ষুস দেখবে চল ! ছেলে নিয়ে এস, হাঁচিয়ে আকব্বরি মোহর বের কর্ত্তে পারি, তবে বে দিও !

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ।)

বিশ্বে। গেলেম গেলেম ! লক্ষ্মীচরণ রক্ষা কর !

লক্ষ্মী। তোমারও মেয়ে আছে নাকি ?

বিশ্বে। আজ্ঞে হাঁ ; দাঁড়ালে সিকি আছুলি,আর ব'সলে দোয়ানী ! কালা বেটা মরিচ সহরে চালান দেবে ! গরুর গামলায় লুকিয়ে রাখলুম, ও বেটা সন্ধান ক'রে ধরেছে !

লক্ষী। নেকালো, আমার বাড়ী থেকে নেকালো সব !

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

কালা। দে মশাই, পালান পালান !

লক্ষ্মী। কেন রে বেটা, কেন রে ?

কালা। এ তিন তিনটে মেয়েই রাক্ষসী। এই বেটারা তোমায় নিয়ে গিয়ে কেটে মুড়ীটে ফেলবে পাৎকোয়, ভুঁড়িটে ফেলবে ড্রেনে, আর পা দুটো ফেলবে গোরুর গামলায়!

লক্ষ্মী ব্যতীত সকলে। ও কালা কালা! কেন ভদ্দর লোকের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছিস বল?

কালা। কেন? ভালমানষী ক'রে বল্লুম, আধাআধি বখরা কর! তোমরা তো ভালমানুষের কেউ নও! আমি মরিচ সহরে চালান দেবোই দেব।

লক্ষ্মী। তা চালান দিস্ দিবি, আমার রূপটুকু দে!

কালা। সে তুমি পাচ্ছ না,সে তুমি পাচ্ছ না, সে ব'লব—কথা আছে!

লক্ষ্মী। কি কথা বল্‌বি? দে রূপ দে,নইলে পাহারোলা ডাক্‌বো!

কালা। দে মশাই,ডাক পাহারোলা ডাক! আর ডাকতে হবে না, আপনিই আস্‌ছে! তোমার স্ত্রীর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে! বলে, তার পেটে নাকি সাতরাজার ধন মানিক আছে! পেট চিরে সেটী বার ক'র্ব্বে! দোহাই বাবা! আমি খবর দিইনি,আর কে খবর দিয়েছে! পেট চিরে সেটী বার কর্ব্বে! ভাল ভাল ডাক্তার থাক্‌বে, ভয় নেই, আবার পেট সেলাই করে দেবে। প্রাণে মার্‌বে না, তবে ধরে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী। তবে্‌রে বেটা পাজি! বেলকোমোর আর যায়গা পাওনি!

কালা। আচ্ছা চল্লুম, এখানে থাক্‌তে চাইনি!

[প্রস্থান

নিধি। খুড়ো, জাত রক্ষা ক'র্ত্তেই হবে!

বিশে। লক্ষ্মীচরণ, তোমার হাতেই প্রাণ!

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে! তোরা কি সিদ্ধি খেয়েছিস নাকি?

নিধি। দেখবে চল।

লক্ষ্মী। যা এখন যা, কাল আসিস।

সিদ্ধে। দেখ' ভায়া!

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, জাত রেখো!

[নিধিরাম, সিদ্ধেশ্বর, বিশ্বেশ্বরের প্রস্থান।

(গিন্নির প্রবেশ।)

গিন্নি। হ্যাঁগা! এ তিন তিনটে মেয়ে হাতছাড়া কল্লে!

লক্ষ্মী। আঃ দূর খেপী! তুইও যেমন, ওরা সব গাঁজা খেয়েছে!

গিন্নি। না, আমি গঙ্গাজলের ঠেঙ্গে শুনেছি সব ঠিক! দেখে এসেছে। তুমি তার মুখে শুনো, আমি ডাকাবো।

লক্ষ্মী। উঁ! বলিস্ কি রে?

গিন্নি। দাও, ছেলের বে দাও, চুপি চুপি তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি পুঁইমাচার নীচে ঘুঁটের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেব।

লক্ষ্মী। সত্যি নাকি?

গিন্নি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমি পাকা খবর বল্‌ছি!

লক্ষ্মী। তুই বল্‌ছিস্ ছেলের বে দিতে? ছেলে যে বে কর্ত্তে চায় না, তা নৈলে ত বে দিতুম! মিত্তিররা বাড়ী বাগান সোণার তাল দিয়ে বে দিতে চেয়েছিল।

গিন্নি। এত আর দানসামগ্রী দেবে না! দানসামগ্রী নিতে চায়না কি না! এ বেতে রাজী হতে পারে। এই যে অমূল্য আস্‌ছে!

(অমূল্যর প্রবেশ।)

ও অমূল্য ও অমূল্য ! বে কর্ব্বি ?

অমূল্য। না। এখন আমি খুব রেগেছি !

লক্ষ্মী। কেন রে ? রাগলি কেন ?

অমূল্য। War declare করেছি।

গিন্নি। সে আবার কি ?

অমূল্য। এই মিলিটারি ক্যাপটি নিয়ে আস্তেন গুড়িয়ে যাব নসীরাম সব দল জড় ক'চ্ছে।

গিন্নি। কিরে, মারামারি কর্ব্বি নাকি ?

অমূল্য। একবারেই না। প্রথম আস্তেন গুড়িয়ে, মুখে সাশানি ! বেটা ছেলেরা সব শাসাবে, আর লেডিজরা দাঁত খিচুবে ! নসে বোধ হয়, লেকচার দিলেও দিতে পারে, তা হলে ওদের দলে যেদোও ছাড়বে না ; শেষটা যা হয়—জান্ দিতে হয় দেব ! কি এত বড় স্পর্দ্ধা ! সোসিয়াল রিফর্মেশন চায় না !

গিন্নি। ওরে, রাগারাগিতে কায নেই ! দিব্বি ক'নে, বে কর !

অমূল্য। বল কি মা ? ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, সহর সরগরম ক'রে তুলবো ! আমার সে নিশানটা কোথা বার ক'রে দেবে এস।

গিন্নি। না, না, ভাত খাবি চল, ভাত খাবি চল !

অমূল্য। কখন না ; ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, ভাত খাব ? শুক্নো ছোলা পকেটে রেখে, ছুটো চিবোব—তা নৈলে এনার্জী বাড়বে না !

[প্রস্থান।

গিন্নি। দেখ গা, দেখ গা, আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়ে তিনটে হাতছাড়া ক'রনা !

লক্ষ্মী। দেখি ঠাউরে, যা হয় ক'র্‌ব ! ছেলেটা দারুণ গোঁয়ার হ'ল, তা নৈলে ভাবনা কি বল !

গিন্নি। না না, তুমি বেরোও, ঘটক মিনসেকে ধর।

লিক্ষ্মী। আরে সে যে যোচ্চর !

গিন্নি। হ'লই বা ! যোচ্চরের উপর বাটপাড়ী কর ! তারে বল, লোভ দেখাও, যে মেয়ে গুলো যা মাণিক মুক্ত মোহর টাকা সিকি আহুলী পাড়বে, তার সঙ্গে আধাআধি বখরা ; তা হলে সে লোভে পড়ে রাজী হবে।

লক্ষ্মী। দেখি কি হয় !

গন্নি। এখনি বেরোও, দেরি ক'রনা, এসে তখন নেও খেও

লক্ষ্মী। চল্লুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্চে না !

[লক্ষ্মী ও গিন্নির প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ।)

নসী। অমূল্য, my friend ! অমূল্য, my friend !

(অমূল্যর প্রবেশ।)

সেই ally এসে উপস্থিত।

অমূল্য। কোথায় ? কোথায় ?

নসে। ঐ তোমাদের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে !

অমূল্য। ডাক ডাক !

নসে। তোমার বাপ আছে ব'লে আস্‌তে চায় না ! এ আস্‌ছে !

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

অমূল্য। কি মশাই! আপনি আস্‌তে চান না কেন?

কালা। মশাই, এক মুস্কিল হয়েছে! আমার এক যমজ ভাই আছে, তার নাম কালাচাঁদ, ঠিক আমার মতন চেহারা! আপনি চিন্‌তে পার্‌বেন না—আমি কি সে! তবে তার কপালে একটী আঁচিল আছে, আমার সেটী নেই। সে বড় বাউণ্ডুলে! কি নাকি, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে যোচ্চুরি ফচ্চুরি করে গিয়েছে, এই কর্ত্তা আমায় দেখলেই বলেন—টাকা দে, গুড়গুড়ি দে! এ কাঁহাতক বোঝাই বলুন?

নসী। ইনি একটা plan করেছেন বড় Grand!

অমূল্য। কি কি?

নসী। এই কুসুমাসে আমরা Practical reformation সুরু করি এস। ওর চার ক'নে ঠিক আছে। শান্তিরাম বাবুর মেয়ে—তার ত শুনেছি বয়স তেত্রিশ বৎসর। আর একটি কটকী কায়েতের মেয়ে উড়ে দেশে ছেল; তার বরও ঠিক হয়েছে, ভদ্রকের এক জমীদার।

অমূল্য। তার কত বয়স? তার কত বয়স?

কালা। পঁয়তাল্লিসের এক দিনও কম নয়!

অমূল্য। বেশ কথা! আর দুটি?

কালা। একটি পশ্চিমে লালার মেয়ে—মস্ত জমীদার! একটু হিন্দি কথা, ইংরাজীও জানে, তার বর ইনি।

অমূল্য। তাঁর বয়স কত?

কালা। পঞ্চাশের কম নয়; আর ঢাকা থেকে একটি মেয়ে

এসেছে—বয়স ষাটই বলুন আর সত্তরই বলুন—তারে বে কর্ব্বেন আপনার বাবা !

অমূল্য। বাবা রাজী হবেন না, আপনি করুন।

কালা। আমি একটা সন্ধান ক'রেছি,—কুলীন বামুনের মেয়ে—আশী বচ্ছর বয়স ! সে ব'ল্‌ছে পঁচাশী বচ্ছরের কম বে কর্ব্বো না। যা হোক্, বোঝাতে পারি, ছোট দিনের দিন দেখা যাবে !

অমূল্য। দেখুন Ally মশাই ! এ কর্ত্তে পার্‌লে বড় grand হবে বটে ! আমার বিয়েটার plan আগে করুন, বাবা কিসে রাজী হয় !

কালা। একটা policy ক'র্ত্তে হবে ! আপনার বাপ ভাংচি দেবার জন্য ব'ল্‌বে—কনের বয়স বছর ষোল ; আপনি বলবেন—হোক !

অমূল্য। আর যে বাগান, বাড়ী, সোণা, নইলে দেবে না।

কালা। সে আমি রাজী কর্ব্বো।

অমূল্য। কি ক'রে !

কালা। সে উপস্থিত মতে plan ক'র্ত্তে হবে।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কালা বেটা আবার কি মতলবে বাড়ী সেঁধিয়েছে ! হ্যাঁরা বেটা, কি ক'ত্তে আবার এসেছিস্ ?

কালা। মশাই, দেখুন ! সাধে আস্‌তে চাইনি ?

অমূল্য। বাবা, কারে কি ব'ল্‌ছ ?

লক্ষ্মী। ও চোর ! ওর সঙ্গে মিশেছিস নাকি ?

অমূল্য। কি ! আমাদের Allyকে আপনি এমন কথা বলেন ?

লক্ষ্মী। ও গুড়গুড়ি চুরী করেছে!

অমূল্য। সে উনি নন—ওঁর ভাই!

লক্ষ্মী। কি, ন্যাকামো?

নসী। তার কপালে আঁচিল আছে।

কালা। মশাই! আমায় এত দুর্ব্বাক্য বলছেন কেন?

লক্ষ্মী। দ্যাখ কালা, তোর নষ্টামো আমি বার কচ্ছি!

কালা। আজ্ঞে আমার নামতো কালাচাঁদ নয়।

লক্ষ্মী। তুই কালাচাঁদ!

কালা। আজ্ঞে না, আমি না, আমার দাদা।

লক্ষ্মী। তবে রে ভেড়ো! তুমি তিন ক্রোর টাকা মেরেছ? ক'নে ঠিক করেছ? মাণিক হাসে, মুক্ত কাঁদে? মোহর হাঁচে, রূপ কাসে? দাঁড়ালে সিকি আধুলী, বসলে দুয়ানি?

কালা। মশাই মশাই! আপনার বাপকে কি থাইয়েছে! ঐ দেখুন, কি আবোল তাবোল বকৃছে।

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! আমায় কি থাইয়েছে? তুই এই যে ব'লে গেলি!

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—বলেছি।

লক্ষ্মী। রূপর গুড়গুড়ি নিয়েছিস্!

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—নিয়েছি!

লক্ষ্মী। দে গুড়গুড়ি দে!

কালা। আজ্ঞে দিচ্ছি। (অমূল্যের প্রতি) মশাই, মাথায় জল দিন!

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা!

কালা। মশাই ধরুন, ধরুন! খেপে উঠছে! জল দিন, জল দিন! এসেছিলুম একটা কাযে, তা হ'ল না, কি কর্ব্বো!

লক্ষ্মী। বেটা! আবার কি কাযে এসেছিলি বল?

কালা। আপনার বিবাহ দিতে।

লক্ষ্মী। তবে রে পাজী!

কালা। বে না করেন, সোজা কথা! অত রাগারাগিতে কায কি?

লক্ষ্মী। দে বেটা, আমার গুড়গুড়ি দে!

কালা। আর একটা কাজও ছিল, আপনি বে না করেন, আপনার ছেলের বে দিন ত দিন।

লক্ষ্মী। কি পাৎকোর ভেতরের মেয়ের সঙ্গে?

কালা। আজ্ঞে না, দোতলা ঘরে দিব্বি মেয়ে! শান্তিরাম বাবুর কন্যা। আপনার পুত্তুরকে রাজী করেছি, আপনি মত ক'রলেই হয়।

লক্ষ্মী। কেমন রে তুই বিয়ে কর্ত্তে রাজী?

অমূল্য। হঁ্যা বাবা, আমরা reformation সুরু কর্ব্বো।

লক্ষ্মী। ও আবার কি?

কালা। মশাই! আপনারা একটু সরুন দেখি, আপনার বাপকে বোঝাই; ওঁরা সেকেলে লোক, আপনাদের কথায় বুঝবেন না।

অমূল্য। নসী এস, ওয়ারের ভাবনাটা আমার ভারি মাথায় রয়েছে! একটা War Council call ক'র্ত্তে হবে, তার নোটীশটা লিখবে এস।

[নসী ও অমূল্যের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি ব'লবি বল?

কালা। আপনি ছেলের বে দিতে প্রস্তুত?

লক্ষ্মী। প্রস্তুত, কিন্তু আমার এক কথা!

কালা। তা শুনেছি; তা শান্তিরাম বাবু সমস্তই দেবেন; কিন্তু

ছেলের সঙ্গে একটা কৌশল করুন; সে জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লবেন, মেয়েটীর বয়স তেত্রিশ বৎসর, আপনি দেখেছেন।

লক্ষ্মী। বেটার যত নষ্টামো!

কালা। আজ্ঞে কথাটাই শুনুন! বলবেন বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সোণা, কিছুই চাইনি; আর ব'ল্‌বেন আপনি বিয়ে ক'র্ব্বেন এক ষাট বছরের মেয়ে।

লক্ষ্মী। তার পর? বাড়ী বাগান আমায় দেয় কে?—তুমি!—না?

কালা। আজ্ঞে এই শান্তিরাম বাবুর হাতের চিঠি দেখুন; আপনার যে একটা ভ্রম হয়েছে, আমায় কালাচাঁদ ঠাউরেই মুস্কিল ক'রেছেন।

লক্ষ্মী। শান্তিরাম এ সব দেবে?

কালা। আজ্ঞে চলুন, মোকাবেলা ক'র্ব্বেন; তাঁর হাতের লেখাত দেখলেন?

লক্ষ্মী। তবে যে শুনেছিলুম তার কিছু নেই?

কালা। মশাই আপনারা সেকেলে লোক, চাপা লোক, কোন কথা কি ফোটেন? কিছু কি প্রকাশ করেন? একেলে চ্যাংড়া লোক নয় যে পঞ্চাশ টাকা মাইনে হ'লেই গাড়ী করে বসবে!

লক্ষ্মী। তা চল, আমি যাচ্ছি।

কালা। ঘর ঠিক করুন, ছেলে রাজী করুন।

লক্ষ্মী। অমূল্য, অমূল্য? হ্যাঁরে!—তুই কালা—না?

কালা। আজ্ঞে না—লাল।

লক্ষ্মী। তুই দিনে ডাকাতি করিস্!

(অমূল্য ও নসীর প্রবেশ।)

কালা। মশাই ঘর গড়ুন।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে কর্ব্বি ?

অমূল্য। যদি তেত্রিশ বৎসর বয়স হয়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ তেত্রিশ বচ্ছর, আমি তার ঠিকুজি দেখেছি।

অমূল্য। আর যদি দানসামগ্রী না নাও।

লক্ষ্মী। সে যা হয় হবে, সে যা হয় হবে !

অমূল্য। না, তা বল।

কালা। মশাই মশাই ! আপনি শান্তিরাম বাবুর কাছে যান, আমি এদের ঠিক করে মশায়ের সঙ্গে দেখা কচ্চি।

লক্ষ্মী। তবে শিগ্‌গির আয়।

[প্রস্থান।

কালা। মশাইরা যান, আপনাদের সভায় গিয়ে দেখা ক'চ্চি।

নসী। আপনি আবার কোথায় যাবেন ?

কালা। গিন্নিকে রাজী করি, বুড়ো ত দানসামগ্রী ছাড়বে না !

অমূল্য। কে ? মা ? ডবল চেয়ে বসবে !

কালা। আজ্ঞে আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, আমি আবদার ক'ল্লে তিনি ঠেল্‌তে পার্ব্বেন না। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'চ্চি, আপনারা আসুন।

নসী। তুমি শিগ্‌গির এস।

[নসী ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালা। দে মশাই, দে মশাই !

গিন্নি। (নেপথ্যে) বাড়ী নেই গো !

কালা। তবে গিন্নি ঠাকরুণকে দোর গোড়ায় দাঁড়াতে বল, দুটো

কথা বলে যাব, আমি ঘটক ঠাকুর, আমার নাম কালাচাঁদ। দে মশাই কথা রাখেন না, ঐ বড় দোষ!

গিন্নি। (নেপথ্যে) কে গা আপনি?

কালা। তুমি কে, ঝি না কে? গিন্নি ঠাকরুণকে ডাক।

গিন্নি। (নেপথ্যে) তিনি দোরের আড়াল থেকে শুনছেন, বলুন না কি বলবেন?

(গিন্নির প্রবেশ।)

কালা। (স্বগত) বেটী আমার ওপর ছক্কাবাজী কর্ব্বে, বেটী ঝি সেজেছে! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের ছেলে, দশটা বিয়ে কল্লে হান হয় না, দে মশায়ের আপত্তি তিনি একটার বেশী বে দেবেন না। চারটী মেয়ে হাতে আছে,কোন রকমে বাগিয়ে ঘরে পুরুন। একটা বিয়ে কর্ত্তা করুন, আপনি একটা করুন, ছেলের একটা দিন, আর আমায় পুষ্যি পুত্তুর নিন।

গিন্নি। ওমা আমি বিয়ে কর্ব্বো কি গো?

কালা। তুই না, তুই না—গিন্নি ঠাকরুণ। ছোকরা সেজে ইজের চাপকান প'রে দিনকতক মর্ণিং ওয়াকে বেড়াতে হবে। আর দ্যাখ, তোর বরাৎ বড় খারাপ—তোকে মরিচ সহরে নিয়ে যাবে; তারা খবর পেয়েছে, তুই ধূলো মুটো ধর্ব্বি কি রূপমুটো হবে!

গিন্নি। ড্যাকরার কথা দেখ!

কালা। 'ড্যাকরার কথা দেখ!' আচ্ছা তোর অনন্তগাছটা বাজী! কিন্তু দিনে একটীবার! তুমি যে রাত দিনই ধূলো মুটো ধর্ব্বে, আর রূপ মুটো কর্ব্বে, তা হবে না!

গিন্নি। দ্যাখ ড্যাকরা, তোর নাক কেটে দেব।

কালা। আচ্ছা নিয়ে আয় তোর বঁটী! তোর হাতে থাক বঁটী, আর আমার হাতে দে অনন্ত। নে অনন্ত খোল, আমার হাতে দে! এইখানে বস্‌লুম আমি, আর ঐ ধুল মুটো ধর। (গিন্নির অনন্ত দান) নে ধর!

গিন্নি। কৈ রূপ হ’ল কৈ?

কালা। তোর কপালে হ’ল না, তা আমি কি ক’র্ব্বো?

(গমনোদ্যত।)

গিন্নি। ও ড্যাক্‌রা! কোথা যাস্‌?

কালা। স্যাকরার দোকানে।

গিন্নি। অনন্ত দিয়ে যা।

কালা। সে কি, আমার ছেঁড়া চাদর খানা বেচব নাকি?

গিন্নি। পাহারোলা, পাহারোলা!

কালা। পাহারোলা, পাহারোলা! এই মাগি—জল্‌দি আও! ধর, পাকড়ো!

গিন্নি। ও মা বেটা বলে কি গো!

কালা। পাকড়ো পাকড়ো পাহারোলা!

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

গিন্নি। ওমা কি সর্ব্বনাশ! ওমা কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

——oo——

পথপার্শ্বে দোকান।

উড়েনী। গীত।

ভদ্দরক ছাড়ি মু আইলা।
ফিরি অড়া অড়া মু ঘইতা না পাইলা।
জিবে পুনা সহর, হবে মেলা জবর,
যাউচি বসা ছাড়ি, উঠিব রেলগাড়ী,
তেঁতুড়ি দি কিরি পকাড় খাইলা।

কালা। তু বিয়া করিবু পরা ?

উড়েনী। করিবু; যাউচি পুনা সহর, সাব বিয়া করিবু।

কালা। তোকে এখানে একটা ভাল বর দিতে পারি, সেমতি উড়্যা।

উড়েনী। মু উড়্যা বিয়া করিবনি ; সাব বিয়া করিবু, মু ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক শিখুচি, মু উড়্যা বিয়া করিবু! সাব বিয়া করিবু।

কালা। সাব বিয়া করিবে কাঁই ?

উড়েনী। কাঁই কি ?

(জনৈক উড়ের প্রবেশ।)

মু যব সাব দেখিব (উড়ের হাত ধরিয়া) এমতি হাত ধরিব।

উড়ে। মলা ! ইয়ে কঁড় ?

কালা। কিছু বলিস্ নি, কিছু বলিস্ নি, উড়ে ম্যাম্। ম্যাম্ সাব, কঁড় করিবে বল!

উড়েনী। বলিব জাণ্টু ম্যান্ সেক্‌টণ্ডা! সে বলিব মিসি বাবা কঁড় বলুচি! মু বলিব তোতে বিয়া করি কিসি করিব,সে হাসি কিরি বলিবে লেড়ী।

কালা। লেড়ী কঁড়?

উড়েনী। সাব লোক ম্যামকে বলে লেড়ী।

কালা। বল বল—লেড়ী!

উড়ে। ছোড়ি দে; মু পারিবু নি!

কালা। আরে কেন বিদেশে জান খোয়াবি? ও খ্যাপা ম্যাম্!

উড়েনী। বস্ বস্।

কালা। বস্ বস্, যা বলে শোন।

উড়েনী। মু সাবর সাথে বসি খানা খাইমু; সে বসিবে এমতি, মু বসিব এমতি;সেমতি শাড় পতা পাড়িবে, পঁকাড় ঢাড়িবে, সিঙ্গি মাছের ঝোল দিবে; মু মাখিকিরি তার ব্যাঁতে দিমু, সে মোর ব্যাঁতে দিবে।

কালা। এই তুই খানা খেলি, তোর জাত গলা!

উড়ে। খানা খাইল কেই?

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি?

উড়ে। বাপলো বাপলো!

[প্রস্থান।

উড়েনী। খাইলা নি,তু খাইলা নি? কুড় বুড়ো,বঁস বুড়ো,নৈশুয়া, যমঘর যা, যমঘর যা!

কালা। উড়েনী! ও কে তা জানিস্?

উড়েনী। ও মড়া বঁস্‌বুড়ো !

কালা। গালাগাল দিস্‌নি, গালাগাল দিস্‌নি ! ও লাটসাহেবের বেটা, উড়ে সেজে আছে।

উড়েনী। ও পানকি বেহারা, মু জানি,—লাট সাব'র বেটা !

কালা। না না ও সাব, গোসা করি কিরি উড্যা হউচি, কাঁধা বউচি।

উড়েনী। সাব ! মু বিয়া করিব, মু বিয়া করিব !

কালা। ও তোরে বে করে, তবে ত ! দেখি আমি !

উড়েনী। সাব ! তু দেখ্, তু দেখ্, মু বিয়া করিব ! তোতে দ্বিটা টঙ্কা দিব !

কালা। তা তুই টাকা আন্‌গে যা।

উড়েনী। তু মোর ঘরকু আ, মু ঘট্টি বঁধা দেইকিরি টঙ্কা আনিব। ঐ খোলা ঘর মোর।

[উড়েনীর প্রস্থান।

(কাঠকুড়ানীগণের প্রবেশ।)

কাঠকুড়ানীগণ। গীত।

সেঁইয়া নাচাওয়ে ভাল্ ময় লেকড়ি কুড়াতি,
ভাড়ি খানা আবি যাতি।
মোহন বাগানমে রহনাউলী,
মজেমে নাচ্‌নাউলী,
হাঁমকে কহে বহুৎ মিঠি বুলি,
সেঁইয়া শুন্‌কে মছলি ভুন্‌কে,
মুঝে দেওয়ে ফের তাড়ি লাওয়ে
সেঁইয়া পিয়ে, ময়ভি পি যাতি,
গাহানা বাজানা সারি রাতি।

কালা। এ রাণি, এ রাণি!

কাঠ-কু। বাবু হাঁসি করে! দে বাবু, একটা পয়সা দে!

কালা। তোম ত রাণী হ্যায়!

কাঠ-কু। হাঁ হাঁ, দে দে একটা পয়সা দে!

কালা। তোম রাণী, ফের পয়সা মাংতে হো? তোম্ জান্‌তেহো নেই, একঠো রাজাকা নজর তোমারা উপর আগিয়া?

কাঠ-কু। আরে আনে দেও, কেত্তা রাজা দেখ্‌লিয়া!

কালা। তোম্ ঠাট্টা মালুম কর্‌তা? মুরশিদাবাদকা রাজা হায়, কাল হিঁয়া আও, তোমকো দেখ্‌লায়গা।

কাঠ-কু। দেখ্‌লায়গা কেয়া?

কালা। তোম তো মোহন বাগানমে রহেতা? হুঁয়া তোমকো দেখা। কাল তোমকো সাথ লেয়ায়কে হাম দেখলায়গা।

কাঠ-কু। আচ্ছা আচ্ছা, চলে চল, এ বাবু বড়া হাসি করে!

[প্রস্থান।

জনৈক বাঙালনীর প্রবেশ।)

বাঙালনী। গীত।

বাদ সাধিস না, পরান বধিস না,
কোহিল ডাহিস না, শ্যামচাঁদ আমার পলালো।
সজোরে হাত ছিনাইয়া ফাল পেরে রব দিল।
ছোটলাম সব পাছে পাছ, ধর্‌বে বিন্দে কর্‌লাম আঁচ,
বিন্দে ধর্‌তে নারলো রে—
ঝুল দিয়ে চরলো শ্যাম কদম গাছ,
অমনি লাগলো দাঁতি বল্লাম হায় কি হ'ল।

কালা। হ্যাঁরে! বড়দিনের দিন সং দিতে পার্‌বি?

বাং-নী। তাত পার্‌মু না।

কালা। কেন দুঃখে মচ্ছিস্? সং কি আর শক্ত! মাথায় সিঁদুর দিয়ে দাঁড়াবি, এক জন তোকে বে কর্‌বে, তোরা বষ্টুম করিস না?—সেই।

বাং-নী। এ হলি পারি।

কালা। তোর বাড়ী কোথা?

বাং-নী। এইযে বাবু কুঁড়ীটে দেহা যায়!

কালা। আচ্ছা আমি কাল নিয়ে যাব তোকে।

বাং-নী। হ্যাঁ বাবু, একটা বষ্টুম ফষ্টুম হলেই হত ভাল। নবদ্বীপে এসে, গোঁসায়ের পালে হাত বার ক'রে মুড়ি দিয়ে বসেলাম, একটা বাবু পাঁচ সিকে দিয়ে কিনেলো, ভাবলাম বুঝি বরাত ফেরলো! বাবু বলে বাঁদীগিরি কর, হ্যাগা বাদীগিরি করবার জন্যি কি কুলের বার হলাম?

কালা। তাত বটে, তাত বটে, যা যা!

[বাঙ্গালনীর প্রস্থান।

গীত।

(জনৈক টহলদারের প্রবেশ।)

জয় রাম নারায়ণ জয় গোবর্দ্ধন,
জয় বৃন্দাবনী হনুমানজী,
জয় অশোক কানন, কালীয় দমন,
জয় ভঞ্জন রাধা মান জী।

কালা: ওরে ওরে!

টহল। বাবুজী! এ যে গান বেঁধে দিয়েছ, বড় যুত হয় না! সব টহলদাররা বল্লে কেমন থাপছারা!

কালা। তোরে যা বলেছিলুম, তার কি ঠাওরালি ?

টহল। আজ্ঞে সে—কে—বে—দেবে !

কালা। তা মর, দুঃখে মর ! আমি কি কর্ব্বো বল ! ভাল পশ্চিমে কায়েতের মেয়ে—একটু খোট্টাই বুলি ! ঘরজামায়ে রাখবে, সুখে সচ্ছন্দে থাকবি।

টহল। আজ্ঞে তা ঠাউরে দেখি, টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করি। আপনি একটী ভাল দেখে গান বেঁধে দেবেন।

কালা। তা দেব, যাস আমাদের বাড়ী। ও টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করিস্নি, ভাংচি দিয়ে আপনারা বে কর্বে।

[টহলদারের প্রস্থান।

(অমূল্যের প্রবেশ।)

অমূল্য। কি হে, তুমি মাকে রাজী কর্তে পেরেছ ?

কালা। আর রাজী করব কি ? আপনাদের বাড়ী ঢোকাই ভার হল !

অমূল্য। কেন হে, কেন হে ?

কালা। ঐ কালা দাদা—আমি গিন্নির কাছে যাচ্চি—বল্লে বেরো ! আমি চলে এলুম। শুনছি নাকি গিন্নির অনন্তটা ভুলিয়ে এনেছে। আর পারিনে মশাই, পারিনে, জ্বালাতন হয়েছি !

অমূল্য। তাইত তাইত, কি হবে !

কালা। সে কথা যাক ! সে আপনি বে করে ফেল্লেই হবে ! ক্রস্-মাসের দিন বাগানে সরগরম করে বে করবেন, কে কি বলে ! বড় লাটের মত, যারা যারা বে কর্ব্বে তারা খেতাব পাবে, আর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। সে যাক ! এই যে সন্দেশওয়ালা

দেখছেন, একেত সবুজ নিশেনওয়ালারা হাত কল্লে! তাদের ফ্যাসান দেখে ওর বড় পছন্দ হয়েছে। এই সবুজ নিশেন-ওয়ালারা এল বলে! আপনারা লাল নিশেন নিয়ে ফ্যাসান সঙ্গে করে এসে পড়ুন! ও যে দিকে ঝুঁকবে—ওর ঢের টাকা—একবারে নেয়াল হয়ে যাবে।

অমূল্য। বটে বটে? আমি নসেকে নিয়ে আসছি।

কালা। ফ্যাসানকে সঙ্গে করে, এক জন নিশেন নিয়ে চলে আসুন!

[অমূল্যর প্রস্থান।

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। Politics for India and India for politics.

কালা। আপনারা সবুজ নিশেন?

২য় লোক। হাঁ।

কালা। যুদ্ধ কর্ব্বেন?

১ম লোক। হাঁ।

কালা। আপনারা জাঁদরেল পেয়েছেন?

২য় লোক। না।

কালা। তবে ঐ সন্দেশওলাকে হাত করুন, ওর ঢের টাকা।

১ম লোক। তবে যাই, propose করি।

কালা। খবরদার না! আগে আপনাদের ফ্যাসান পাঠিয়ে দিন।

২য় লোক। আমাদের ফ্যাসান নেই। সে Social reformerদের দলে।

কালা। কর্ত্তে হবে, নইলে বেহাত হল, ওর ঢের টাকা—সাজান গে—আপনাদের দলের এক জন লেডিকে।

১ম লোক। কি রকম সাজাব ?

কালা। চুপি চুপি বলে দিই শুনুন—কেউ না শোনে। (কর্ণে কথন।)

২য় লোক। ওহে এ এক জন un-expected ally. মশাই, আমরা এলুম বলে। আপনি ততক্ষণ Canvass করুন।

[দুই জন লোকের প্রস্থান।

কালা। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া !

দোকানী। কি চাই মশাই ?

কালা। ও দুটো লোক কি বলে গেল জান ? তোমার পয়সার বাক্স লুট কর্ব্বে, নিশেন নিয়ে সেজে আসছে।

দোকানী। ওঃ লুটের বিলেত আর কি ! যাও যাও !

কালা। আমায় বলে গেল তাই বললুম।

(ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)

ভিখা-বালি। গীত।

শোন ললিতে তোরে বলি কৃষ্ণ প্রেম কুটকুটে ওল।
খাওয়ায় কাঁচা তেতুল টোকো ঘোল।
কৃষ্ণপ্রেম যে খায়,
গুলগুলিয়ে ওলের মতন ব্যাতে লেগে যায়,
জন্দে তবে সিদ্ধ হবে, নৈলে কাটবে নালি হরবে বোল।

ভিখা-বালীকা ! কৈ পয়সা দ্যালে না ?

কালা। ঐ লকে বেটা আসছে ! শোন শোন, এ দিকে আয় !

[কালাচাঁদ ও ভীখারিণী বালিকার প্রস্থান।

দোকানি। ওরে হীরে, বলে লুট কর্ব্বে !

হীরে। আজ্ঞে তা পারে! সব লাল নিসেন তুলেছে, সবুজ নিসেন তুলেছে! দুপুরে মাতন করে বেড়াচ্ছে!

দোকানি। অ্যাঁ বলিস কিরে!

(কালাচাঁদ ও ভিখারী বালিকার পুনঃপ্রবেশ)

কালা। দোকানী ভায়া, বিপরীত কারখানা!

দোকানি। মশাই! কি করি?

কালা। তোমার বাক্সটা কৈ? লুকোও ঐ কয়লার ভেতর। আর তারা যা বলে শুনে যেও, তা হলে কোন ভয় নেই।

দোকানি। কোম্পানিতে কিছু বলবে না?

কালা। লাট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে তিন দিন লুটের পাশ পেয়েছে। (স্বগতঃ) ঐ এলো, আঁচিলটা পরি, কালাচাঁদ হই।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা! এইবার তুই কালাচাঁদ! এই তুই আঁচিল পরেছিস!

কালা। হাঁ।

লক্ষ্মী। কেমন, ধরেছি?

কালা। ধরেছ।

লক্ষ্মী। তবে দে বেটা, অনন্ত দে, গুড়্গুড়ির রূপ দে!

কালা। তুমি তো ভারি বেকুব হ্যা! তোমায় তফাৎ থেকে দেখছি, আমি কি আর পালাতে পাত্তুম না!

লক্ষ্মী। তবে পালালিনি কেন?

কালা। তোমায় মানিকতলা কনে এক্ষনি দেখাব!

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি পাগল হয়ে ছিস!

কালা। এস, ঐ খোলার ঘরের ভেতর এস, সত্যি মিথ্যা এখনি টের পাবে।

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি বলছিস ?

কালা। কি বলছি! এ মেয়েটী কি বলছ ? মনে করেছ ভীখারীর মেয়ে? দুজোড়া নূতন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াও দেখি—ও খেতেই চাইবে না—এক জোড়া মোণ্ডা খাইয়েছ কি পাঁচশো টাকার কোম্পানীর কাগজ এখুনি তুলেছে! এ বামুনের মেয়ে, মনে করেছি আমি এরে বে কর্ব্বো। পাঁচ জোড়া সন্দেশ খাইয়ে আড়াই হাজার টাকা মেরেছি। এই তো পাশে দোকান,নতুন গুড়ের মোণ্ডা খাইয়ে দেখ, সত্যি মিথ্যা এখনি বুঝবে।

ভিখা-বালিকা। না,মুই খাবুনি, মোণ্ডা খেতে লারবো,মুই কাগজ তোলাব।

কালা। ভুলিয়ে ভালিয়ে একজোড়া মোণ্ডা খাওয়াতে পার,পাঁচশো টাকার কাগজ মেরে দে চলে যাও!

লক্ষ্মী। দাও তো হ্যা, এক জোড়া নূতন গুড়ের কস্তুরো দাও ত!

ভিখা-বালিকা। উঁহুঁ, আমি ঠোঁট টিপে বসনু, আমি খাবনি।

লক্ষ্মী। তুই শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করেছিস, না ?

কালা। মশাই আর এক কথা বলিত এখনি আমায় মান্তে আসবেন! আর এ সব আগে জানতুম না মানতুম! আমাদের সব খিষ্টানি মত ছিল।

লক্ষ্মী। কি কি, কথাটা শুনি ?

কালা। পাঁচ জোড়া সন্দেশ যদি আমায় খাইয়েছ, আর যদি দুঢোক জল খাওয়াতে পার, এ বেটী কোম্পানির কাগজ তুলতে তুলতে মার্ব্বে দৌড়!

লক্ষ্মী। আচ্ছা দেখি বেটা, তোর কত ভিরকুটী! দাও ত হ্যা জোড়া পাঁচেক কস্তুরো দাও ত!

কালা। এই এক জোড়া খেলুম!

লক্ষ্মী। ফের খা! দাও ত হ্যা আর চার জোড়া!

কালা। আমার দায় দোষ নেই, আর একজোড়া ফের খেলুম।

লক্ষ্মী। নেনে খা খা!

কালা। (ভিখারিবালিকার প্রতি) আরে তুই দেখছিস কি? তোকে পাহারোলা ধর্ব্বে, পালা পালা! সেই কাগজ গুলো ফেলতে ফেলতে ছোট।

[ভীখারিণী বালিকা ও পশ্চাতে লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

ধর ধর, পালাল! শুনছ দোকানদার! জাল পয়সা দেবে, যেমন পয়সা হাতে দেবে, অমনি পাহারোলা ডেক'! ও ভারি জালিয়াৎ! ওর ভয়ে ভয়ে মোণ্ডা খেলুম।

দোকানি। তবে ঠাকুর, তুমি সন্দেশ খেয়েছ, তুমি পয়সা দাও।

কালা। তুমি ত আগে পাহারোলা ধরাও! আমি ত তোমার দোকানেই বসে আছি, তোমার পাঁচ জোড়ার দাম, দশটা পয়সা বৈত নয়! এই আমার ট্যাকেই আছে!

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

কেমন মশাই, কাগজ পেয়েছেন?

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এই তোমার কোম্পানির কাগজ? বেটা এক্সচেঞ্জ গেজেটের পাতা দিয়ে সড় করেছ!

কালা। আমি কি কর্ব্বো! বল্লুম নূতন গুড়ের মোণ্ডা খাওয়াও।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও তোমায় শেখাচ্ছি!

কালা। (জনান্তিকে) দোকানী ভায়া পয়সা নাও!

দোকানী। মশাই পয়সা দিন, যাকে শেখাতে হয় শেখাবেন।

কালা। দোকানী ভায়া, ডাক পাহারোলা। পাহারোলা, পাহারোলা, ধর শালার গলায় কাপড় দিয়ে, ধর জোর করে,ধর! আমি ডেকে আনছি, পাহারোলা, পাহারোলা!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে ছাড় ছাড় গলায় লাগে! কি হয়েছে কি বল?

দোকানি। মশাই যোচ্চুরির আর যায়গা পাওনি? আমার কাছে জাল পয়সা দিতে এসেছ?

লক্ষ্মী। কেন বাপু জাল পয়সা কি?

দোকানী। ট্যাঁকশালের পয়সা আর আমি চিনিনি? এই ট্যাকশালের পয়সা? আমায় বোকা পেয়েছ?

লক্ষ্মী। আচ্ছা বাপু তুমি আমায় ছেড়ে দাও! এই দুটি টাকা নাও, এত আর জাল টাকা নয়?

দোকানী। দেখ ত হীরে এ জাল টাকা কি কি?

হীরে। না না ও ঠিক টাকা গো, ও ঠিক টাকা! নিদেন রূপটাও ত থাকবে।

লক্ষ্মী। এবার বেটাকে পেলে পুলিশ ধরিয়ে দিয়ে তবে কায।

[প্রস্থান।

(ধাঙড় সহিত কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

কালা। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া! পাহারোলা ত সব মরিচ সহর চালান হয়েছে। তোমার নূতন গুড়ের মোণ্ডা কত আছে?

দোকানী। আজ্ঞে সের দশ বার।

কালা। আর চিনি সন্দেশ?

দোকানী। আজ্ঞে সে ও পাঁচ ছ সের হবে।

কালা। দাও, ঐ লোকটাকে দাও, মরিচ সহরে তোমার নাম বেজে যাবে!

দোকানী। ও যে ধাঙড় মশাই!

কালা। আরে শোননা কথা, যা বলি শোননা। মরিচ সহরের লোকই অমনিতর। ওদের জমাদার বড়বাজারে দাম চুকিয়ে দিয়ে, এখনি তোমায় কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে চলে যাবে। কিরে তোর ঠিকানা মনে আছে? সেইখানে রেখে আয়। আর শোন, ফিরে এলেই এইখানে তোর মুটে ভাড়া দেব।

ধাঙড়। হামার সব মালুম আছে।

কালা। তবে যা বেরিয়ে পড়। দোকানী ভায়া, সে লোকটাকে ছেড়ে দিলে নাকি?

দোকানী। আজ্ঞে মশাই, আমরা দোকানদার, দুটো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছি!

কালা। সর্ব্বনাশ করেছ, দেখি দেখি কি টাকা?

দোকানী। কেন মশাই?

কালা। নূতন খানের তাঁবার আওয়াজ ঠিক রূপার মতন। ও বুড়ো বেটা টাকাও জাল করেছে। তুমি বার কর। এই দেখ, এই নূতন খানের তাঁবা দেখ! ঠিক টাকার মতন আওয়াজ! এস এস, তুমি সেকরার দোকাণে দেখাবে এস! পোদ্দারে এখনি চিনবে! এস এস, শিগ্‌গির এস।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

দোকা। মানুষটা খুব সৎ, কি বলিস হীরে?

হীরে। আজ্ঞে ওর কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, ছুটো টাকা নিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল!

(ফ্যাসানদ্বয় সহিত লাল ও সবুজ নিশেনধারী দলের প্রবেশ)

গীত।

লাল ফ্যাসা। তোম কোন হ্যায়?
সবু ফ্যাসা। তোম কোন হ্যায়?
লাল ফ্যাসা। হাম ফ্যাসান!
সবু ফ্যাসা। হাম ফ্যাসান!
লাল ফ্যাসা। তোম চোপরাও!
সবু ফ্যাসা। তোম চোপরাও!
লালদল। ব্র্যাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান দেগা জান।
লাল ফ্যাসা। তোম চলা যাও!
সবু ফ্যাসা। তোম চলা যাও!
সবু দল। ব্র্যাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান লেট্ দেম্ ডু হোয়াট্ দে ক্যান।
লাল ফ্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান!
সবু ফ্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান!
লাল ফ্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?
সবু ফ্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?
লালদল। সোশিয়াল্ রিফর্মেশন্!
সবু দল। পলিটিক্যাল্ অ্যাজিটেশন্!
উভয় ফ্যাসান। হুট হুট ছুট ছুট আপনার ঠাঁই আপনার মান।
কশন্ কশন্ বেঙ্গলী করেগা গ্রেট নেশান!
উভয় দল। বেঙ্গলি গ্রেট নেশান, হিয়ার ইজ্ ডিমন্‌ষ্ট্রেশন্!

যেদো। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের জাঁদরেল হোন।

নসী। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের ট্রেজারার হোন।

যেদো। ছাড় নসে!

নসী। ছাড় যেদো!

দোকা। হীরে হীরে, এ কিরে?

হীরে। কে জানে!

[প্রস্থান।

(কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

কালা। ধর টেনে!

সবু দল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট!

লাল দল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন অ্যাড্‌জুটাণ্ট।

কালা। গাড়ি লাগাই দিন কিনে।

[বাক্স লইয়া প্রস্থান।

[ছাড় যেদো ছাড় নসে করিতে করিতে উভয় দলের দোকানিকে লইয়া প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

রাস্তা ও কুড়েঘর।

——o——

কালাচাঁদ ও উড়ে।

কালা। ওরে তোদের অড়া সুদ্ধ কবে চালাণ দেবে?

উড়ে। কৌটী?

কালা। মরিচ সহরে। কিছু শুনিস নি? কোম্পানীতে আর উড়ে রাখবে না—ঢ্যাটরা দিয়ে গিয়েছে। আমি তোরে বাঁচাবার উপায় করেছি, এখন তুই কল্লে হয়।

উড়ে। কঁড় করিব বাবু, কঁড় করিব?

কালা। তুই যদি সাহেব সাজতে পারিস—আর যে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, বলবি আমি সাব—তা হলে এ যাত্রা বেঁচে যাস্!

উড়ে। মুত ইংরাজী জানিচি না!

কালা। তাইত, কি হবে! দেথ বেশ কথা! সে উড়ে ম্যামকে বে কর, সে তোকে পছন্দ করেছে! আমিও তাকে বলেছি তুই সায়েব। তারে বে কল্লেই, সায়েব হয়ে জুড়ী চড়ে বেড়া, আর তোকে ধরে কে! খবরদার! তোরে জিজ্ঞাসা কল্লে বলিসনি তুই উড়ে—বলবি আমি সাব। আমার একটা সায়েবের পোষাক আছে, সেইটে তোরে দেব। যা বাড়ীর ভেতর যা, পাহারোলা আসছে।

[উড়ের প্রস্থান

এই ত সায়েব বর ঠিক হল।

(টহলদারের প্রবেশ)

কালা। বল, কি ঠিক কল্লি ? ঘরজামায়ে থাকবি, না দুঃখে মরবি।

টহল। ঘরজামায়ে রাখবে ?

কালা। হুঁ। লালার মেয়ে, আদরের মেয়ে, তার বাপ কি জামাই ঘর কত্তে দেবে ? তা হলে কি তার বর জুটতো না ? তোর বড় ভাগ্যি জানিস, মেয়েটা তোকে দেখে মোহিত হয়েছে।

টহল। দেখবেন বাবু, ঘরজামায়ে যদি রাখে ত আমি বিয়া করি।

কালা। তবে আর তোরে বলছি কি, মাথা মুণ্ডু! দেখ সে তার বাপকে বলেছে যে তুই মুরসিদাবাদের জমীদারের ছেলে। খবরদার, কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে বলিসনি যে টহলদার!

টহল! তা বলব না, ঘরজামায়ে রাখবে তো ?

কালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরে একটা পোযাক দেব, সেইটে পরিস্ যা এখন বাড়ীর ভেতর যা। এখন যা।

[টহলদারের প্রস্থান।

(বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙা। বাবা ঠাউর, বাবা ঠাউর! সঙ সাজবার বল্‌ছ, সং সাজব, বাবা ঠাউর যদি বৈরাগী একটা দেহে দাও!

কালা। বৈরাগী কিরে ? ভাল গোঁসাই তোরে দেখে দেব, তোরে সেবাদাসী কর্ব্বে। সেই গোঁসাইয়ের তো সক, তা নৈলে তোরে সং সাজতে বলছি কেন ? আর বড় মজা হবে! সং কে সং, সত্যিকে সত্যি! সে গোঁসাই তোর গলায় মালা দেবে, তুই তার গলায় মালা দিবি, তার পর তার সেবাদাসী হবি

বাঙা। এহলি আমি সাজতে রাজি।

কালা। তবে যাস, সে বাগানে যাস।

বাঙা। আচ্ছা বাবা ঠাউর! আমি চল্লুম্। দ্যাহো, গোঁসায়ের সলায় পরে আমি কুল ছেরে আইছি।

কালা। পাবি,ফিট মানুষ পাবি। কিন্তু তোরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোর বয়স কত? ত বলবি ষাট।

বাঙা। না বাবা ঠাউর, পঁচিশ পার হয়নি।

কালা। সেত দেখতে পাচ্ছি। যদি ষাট বলিস, গোঁসাই বুঝবে তুই ভারি রসিকা।

বাঙা। বটে, বাবা ঠাউর বটে! বাবা ঠাউর তাই বলব,তাই বলব।

কালা। যে জিজ্ঞেস করুক, বরং ষাটের উপর যাবি, তবু নীচে না।

বাঙা। আচ্ছা, বাবা ঠাউর আচ্ছা!

কালা। যা যা সেই বাবুর বাড়ী যা। চিনতে পার্ব্বি?

[বাঙালনী প্রস্থান।

এই কাঠকুড়ুনী বেটী আসছে, বেটী ভাঙে ত মচকায় না!

(কাঠ কুড়ুনীর প্রবেশ)

কাঠ-কু। এ বাবু, কাঁহা তেরা জমীদার?

কালা। সেই বাগানে। ভাল নাচাচ্ছে।

কাঠ-কু। ভাল্ নাচাতা?

কালা। নাচাতা নেই? তাড়ি খাতা আউর ভাল্ নাচাতা, আর ডুগডুগী বাজাতা!

কাঠ-কু। আচ্ছা বাবু, আচ্ছা বাবু, হাম চলে।

[প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। তুই বর ত সাজিয়েছি।

কালা। তবে তুমি তাদের নিয়ে এস ; আর বিশ্বেশ্বর ভায়া তো ক'নে সাজাতে গিয়েছে ? আমি তবে তাদের নিয়ে চল্লুম।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য।

—o—

বাগান।

বিশ্বেশ্বর, নসীরাম, কাঠকুড়ুনী, বাঙালনী, উড়েনী, ওজনদার ইত্যাদি

নসে। ক'নে সব কই ?

বিশ্বে। এই যে সার সার সব দাঁড়িয়েছে।

নসে। লালচাঁদ বাবু কোথা ?

বিশ্বে। এই এলেন বলে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। মশাই ! আপনাদেরই জিত ! বর ক'নে সব হাজির ! এখন অমূল্য বাবুর বাপ এলেই হয়। এই বারে যান, সেজে আসুন গে।

নসে। লালচাঁদ বাবু ! এদের ত তুমি যা বয়েস বল, তা বোধ হচ্চে না।

কালা। জিজ্ঞাসা করুন, মশাই ! মেয়েমানুষ, দু বছর কমিয়ে বলবে, তবু বাড়িয়ে বল্‌বে না।

বিশ্বে। তাত বটে, তাত বটে !

কালা। জিজ্ঞাসা করুন, জিজ্ঞাসা করুন। কায সেরে নে বেরিয়ে পড়ুন।

নসে। আপনার বয়েস?

উড়েনী। দ্বিকুড়ি পাঁচ।

নসি। আপনার বয়েস?

কা-কু। পচাশ হো চুকা।

নসী। আপনার?

বাঙালনী। এই ষাইট বলেন, পঁয়ষট্টি বলেন!

নসী। অ্যাঁ, এদের এত বয়েস হবে?

কালা। মশাই! এরা যেথা থাকে, সেথা জল হাওয়া কেমন! যান যান সেজে আসুন গে, দেরি কর্ব্বেন না। সবুজ নিশান ওলারা এতক্ষণ সাজলো।

নসে। আচ্ছা লাল চাঁদ বাবু, আপনি ততক্ষণ বে দিন।

[প্রস্থান।

কালা। যা যা এর ভেতর যা।

উড়েণী। মলা! এ কূপ, মু যাই পারিবে নি।

কালা। যা যা, জল নেই, সায়েব অমনি শুধু তোরে বে কর্ব্বে? ওদের পাৎকো থেকে তুলে বে কর্ত্তে হয়।

উড়েণী। মু ডর লাগুচি, মু পারিবে নি!

কালা। পারবি নি? তবে যা, তোর বরাতে সায়েব নেই।

উড়েণী। রাগুচি কাইকি, রাগুচি কাইকি? মু নামুচি, মু নামুচি। (কূপ মধ্যে গমন।)

কালা। বিবি! তুমি এর ভেতর সেঁধোও।

কা-কু। কাহে?

কালা। সে সৌখিন জমিদার, তার একটা সক তুমি রাখবে

না ? তার সক হয়েছে, তোমার ইচ্ছা হয় নাবো, না ইচ্ছা হয় চলে যাও।

কা-কু। ও তো ভাল্ নাচাতা ?

কালা আঃ! ঠুম্‌কি-ঠুম্‌কি !

কা-কু। ও তো তারি পিতা ?

কালা। ঢকা ঢক্! দুহাতে দুকলসী তাড়ি নিয়ে ওর ভেতর নাববে। দেখ দিকি, দেখ দিকি, হয় ত এক কলসী ওর ভেতর লুকিয়েও রেখে গিয়েছে! ঐ এল এল, নাব' নাব'।

(কাটকুড়নীর ড্রেনের মধ্যে গমন।)

কালা। নাও ব'সো।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! গোসাই ত চরণে রাখ্‌বে ?

কালা। তুই একটী গান ধর্ব্বি, আর অমনি মোহিত হয়ে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবে।

নিধি। অত কর্ত্তে হবে না, অত কর্ত্তে হবে না, গলায় মালা দিলেই হবে।

কালা। নাও, পারা মাখা পাই পয়সা ছড়িয়ে দাও।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! দুটি খই করি ছরাও।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।)

বিশ্বে। কি হে, বরেদের সব রিহারশাল দিয়ে রেখেছে ত ?

সিদ্ধে। সব ঠিক আছে।

বিশ্বে। কোথায় রেখে এলে ? পালাবে না ত ?

সিদ্ধে। হুঁ, ভায়া যে চাট ধরিয়েছেন, মারলে ন'ড়বে না। এক জনকে আক বনে রেখে এয়েছি, আর একজন আমড়া তলায় বসে আছে।

কালা। আমি সরে পড়ি। লক্ষ্মীচরণ আসছে। দেখ বরগুলো ঠিক সময়ে যুগিয়ে দিও।

সিদ্ধে। তার ভয় নাই, ঠিক ডাকব।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

(অমূল্য লক্ষ্মীচরণ ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

অমূল্য। বাবা! তোমার আমার সঙ্গে মিছে কথা? তিরিশ পেরোয়নি।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়, আমি ঠিকুজী দেখেছি।

ব-বি। না আমার তিরিশ পোরেনি।

শান্তি। পোরেনি? ডাক ত কালাচাঁদকে। ঐ ঐ চোখে কাপড় দিয়ে আস্‌ছে। এই কান্না সুরু কর্ব্বে। ডাক ডাক, কালাচাঁদকে ডাক, ওহো! ঐ দেখ।

ব-বি। আচ্ছা, তেত্রিশ হয়েছে।

লক্ষ্মী। শুন্‌লি?

অমূল্য। ভাল বুঝতে পাচ্ছিনি।

শান্তি। মশাই! লালচাঁদ আপনার ভয়ে আস্‌তে পাচ্ছে না। লালচাঁদ এলেই ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা ডাকুন ডাকুন, আমি কিছু বলব না।

শান্তি। লালচাঁদ! এস ত।

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

কালা। এই বে আমি চোখে কোঁচার কাপড় দিয়ে এসেছি।

ব-বি। এস, বর এস, বে কর্ব্বে এস, আমার তেত্রিশ বচ্ছর হয়েছে।

অমূল্য। তবে যে বলছিলে, তোমার চোদ্দ বচ্ছর পোরেনি?

কালা। আপনার মন বোঝবার জন্যে বলে ছিলেন। কেমন গা? এই চোখে কাপড় দি।

ব-বি। হ্যা হ্যাঁ, মন বুঝছিলুম, তুই অমন মুখ করিস নি! চল চল, বে কর্ব্বে চল।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সোণা?

শান্তি। আপনি ওজন হোন।

লক্ষ্মী। বাড়ী বাগানের পাটা?

শান্তি। ওজন তো হোন।

কালা। বর টেনে নিয়ে চল, বর টেনে নিয়ে চল, নৈলে ডুক্‌রে কাঁদব।

ব-বি। এস এস।

[বরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

শান্তি। ওজন হোন, ওজন হোন। ওহে! ওজন কর, ওজন কর।

ওজনকার। দাঁড়ান মশাই! হাতের কাযটা সারি, রামে রাম—রাম।

মিত্তিরদের বরের বাপ	২ হন্দর		২ কোয়াটার		৫ পোন।	
পালিতদের বরের বাপ	৩	”	২	”	১৪	”
দে-দের বরের বাপ	১	”	৩	”	৭	”
ঘোষেদের বরের বাপ	২	”	২	”	৯	”
সীঙ্গিদের বরের বাপ	৩	”	৩	”	১১	”
করেদের বরের বাপ	২	”	১	”	৫	”
বোসেদের বরের বাপ	২	”	৩	”	৭	”
সরকারদের বরের বাপ	৩	”	২	”	১৩	”

কালা। ঐ পাংকোর ক'নের বর এল!

(বরের প্রবেশ।)

মশাই দেখুন দেখুন! ঐ পাৎকোয় উলছে।

[উড়ের কূপমধ্যে গমন।

লক্ষ্মী। সত্যি সত্যিই বেটা সায়েব সেজে এসে,পাৎকোয় উলছে।

কালা। আচ্ছা মশাই! এ পাৎকোর মেয়েটাকে আন্‌লে কি করে?

শান্তি বড় টবে জল পুরে।

কালা। আর ঐ ড্রেণের মেয়েটা?

শান্তি। পাঁক মাখিয়ে মেতুয়ার কাঁধে। আর ওটা গামলা সুদ্ধ তুলে এনেছে।

কালা। এই ড্রেণের মেয়ের বর এল।

(বরের প্রবেশ)

ঐ ড্রেণে উঁলছে। (টহলদারের ড্রেনে গমন)

নিধি। খুড়ো খুড়ো। যদি অনুগ্রহ করে পা'র ধূল দিয়েছ, আমার ঝি জামাইয়ের কল্যাণে একটু মিষ্টি মুখ কর্‌তে হবে। কেমন কালা,মষ্টে মষ্টে বর যোগাড় করেছি! রাজার ছেলেকে রাজার ছেলে, আবার ঘরজামাই থাকবে।

সিদ্ধে। দাদা, তোমার বেটার কল্যাণে এযাত্রা কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি। মুরশিদাবাদের জমীদারের ছেলে, রাজপুত্রের মতন দেখ্‌তে, ঘরজামায়ে থাক্‌বে, উকীলের বাড়ীর লেখা পড়া।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বেয়াই! সত্যি?

শান্তি। বেয়াই, তোমার কাছে মিছে কথা ক'ব না। মাণিক, মুক্ত, মোহর, টাকা দেখিনি, তবে পাৎকোর ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আর ড্রেনের ভেতর থেকে এক

বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আমি আসতেই সেঁধিয়ে গেল। তবে এইটে কিন্তু দেখেছি যে, গামলার ভেতর থেকে যখন ঐ মেয়েটা বেরুল, ঝর ঝর করে কতকগুল আধুলী, সিকি পড়ল। তারপর পিড়ে পেতে যখন বসালে চার দিক থেকে দোয়ানী ছড়িয়ে পড়ল।

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, লক্ষ্মীচরণ! কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি! পাত্তর আস্ছে।

লক্ষ্মী। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর! তোমার মেয়েটাকে দেখাতে পার?

বিশ্বে। দেখাতে পার্ব্ব না কেন? এস। তবে রাগিও না, যেমন বসে ঝর ঝর করে দোয়ানী পেড়েছ, রাগলে ছাগলনাদি পাড়বে

লক্ষ্মী। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর! আমার সঙ্গে কথার খেলাপিটে কল্লে?

বিশ্বে। কি বল? কি কথার খেলাপি কল্লুম?

লক্ষ্মী। আমিকি তোমার জাত রক্ষা কত্তুম না?

শান্তি। না বিশু খুড়ো! হক্ কথা কইতে হবে, তোমার কথার খেলাপি হয়েছে!

কালা। হয়েছে বৈকি, হয়েছে বৈকি!

বিশ্বে। তোমরা পাঁচজনে বলত হয়েছে। এখন আমায় কি কত্তে বল, বল?

শান্তি। সে বেইমশাই বলুন। তোমার জামাইত আর ঘর-জামাই থাকৃচে না?

বিশ্বে। না।

কালা। মশাই! আধা বখ্রা কল্লেই রাজী হবে।

বিশ্বে। কিহে লক্ষ্মীচরণ, কি বল? কথার খেলাপি! এমন লোক আমায় পাবে না!

লক্ষ্মী। এস না, যে কথা ছেল! আমায় তোমার কন্যাটী সম্প্রদান কর—আধাআধি বখ্‌রা।

বিশে। এখন যে পাত্তর রেলে আস্‌ছে, "তারে" খবর পেয়েছি?

কালা। ঝি জামাই নে সরে পড়ুন, ঝি জামাই নে সরে পড়ুন!

বিশে। তোমরা পাঁচজনে বল্‌ছ, আর কি করি বল! অমতত কত্তে পারিনি। কিন্তু শুনে রেখ ভাই! আধাআধি বখ্‌রা!

লক্ষ্মী। বেইমশাই সত্যি কি?

শান্তি। দেখ্‌লুমত সিকি আদ্‌লী পড়্‌ল! দোয়ানীও এখন ছড়ান রয়েছে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা যা থাকে কপালে!

বিশে। আধা বখ্‌রা!

লক্ষ্মী। দোয়ানি গুল ছড়িয়েত রাখেনি?

বিশে। মা, তোমার পাত্তর এয়েছে! বরমাল্য প্রদান কর!

(বাঙালনীর উত্থান, সিকি ছড়ান ও বরমাল্য প্রদান।)

কালা। এ যে যত কুড়ুতে পারে!

লক্ষ্মী। পড়েছে প'ড়েছে, সিকি আদ্‌লী পড়েছে! খবরদার—কুড়ুসনি! এই মালা পর, এই মালা পর!

বাঙালনী। প্রাণনাথ!

লক্ষ্মী। আরে এ কেরে! এ যে ভিখারি মাগি!

কালা। তা তোমার বরাতে রাজকন্যা হবে নাকি?

লক্ষ্মী। জাত গেল!

কালা। গেলই ত!

লক্ষ্মী। ঠকিয়েছে!

কালা। নাত কি?

লক্ষ্মী। পয়সাতে পারা মাখিয়েছিস ?

কালা। তবে কি আধুলী ঢেলে দেবে ?

লক্ষ্মী। যোচ্চোর !

কালা। চশমখোর !

লক্ষ্মী। বেইমান !

কালা। কেপ্পন !

লক্ষ্মী। কেপ্পন আছি, আমিই আছি !

কালা। যোচ্চোর আছি আমিই আছি।

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে যোচ্চুরি ?

কালা। খেঁচ যে ভারি !

লক্ষ্মী। চোপ বেটা !

সকলে। চোপ বেটা !

(পাংকো হইতে উড়ে ও উড়েনীর উত্থান।)

উড়েনী। তু সাব পরাং?

উড়ে। তু ম্যাম পরা ?

উড়েনী। হঃ।

উড়ে। হঃ।

উড়েনী। বিয়া করিবু?

উড়ে। হঃ। তু বিয়া করিবু?

উড়েনী। করিবু। সেকটণ্ডা !

উড়ে। সেকটণ্ডা।

উড়েনা। বিয়া হলা ?

উড়ে। হলা !

উড়েনী। ঠিয়া হ, মু তোর বাঁয়েরে ঠিয়া হব।

উড়ে। মু তোর কাঁধ ধরিব।

(ড্রেণের ভিতর হইতে কাটকুড়ুনী ও টহলদারের উত্থান।)

কা-কু। তোম সাদি করেগা?

টহলদার। তোমারা বাপত হামকো ঘরজামাই রাখেগা?

কা-কু। ই কিয়া বোলে?

কালা। ঠিক বোল্‌তা।

কা-কু। তোম তাড়ি পিতা?

টহল। অ্যাঃ।

কালা। ঠিক বোল্‌তা, ঠিক বোল্‌তা!

কা-কু। তোম নাচ কর্‌তা?

হল। একটু একটু টহল গাতা, এই বাবু গান বাঁধ বাঁধকে দেতা।

কা-কু। তোম ভাল নাচাতা?

কালা। দেখ রসিকা দেখ! বল হ্যাঁ।

টহল। হ্যাঁ বিবি! তোমার বাপত ঘরজামাই রাখেগা?

কালা। হাঁ হে হাঁ! রাগিও না, মালা দাও। (মালা বদল)

(অমূল্য ও বনবিহারিনীর প্রবেশ।)

কালা। কেমন মশাই! মেয়ে পার হল?

শান্তি। হ্যাঁ বাবা! তুমি জাত রাখ্‌লে।

গীত।

উড়েনী। মু হাসুচি মানিক কাঁদুচি মতি,

উড়ে। টোকি মিলিলা মতে ত রসবতী।

উভয়ে। বসি খাইবে পকাল, সুন দিকিরি সুন দিকিরি।

কা-কু। ময় আসরফি ঝিঁকতা হায়, খাঁসূতে রুপিয়া,

টহল। ঘরজামাই হোগা তাই বে কিয়া,

কা-কু। পিয়াঙ্গা ভর ভরকে পিয়েগি তারি,

টহল। কি ঝকমারি!

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

বাঙালনী। আমার কালাচাঁদ, হিয়ার মাঝের চাঁদ,

লক্ষ্মী। পাহারোলা পাহারোলা ঐ কালা বেটাকে বাঁধ,

বাঙালনী। ও চাঁদ কেন রাগ,

লক্ষ্মী। তোম আবি ভাগ,

উভয়ে। কি মজার সঙ সেজেছি আমরি,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

বন-বিহা। Happy, happy, happy pair.

অমূল্য। Like a horse and a mare.

উভয়ে। War war red flag Victory.

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

(লালনিশানধারীদলের প্রবেশ।)

নসে। Three cheers for social reformation.

(সবুজনিশানধারীদলের প্রবেশ।)

যেদো। Three cheers for Political agitation

লালদল পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

লাল-দল-লেডি। (দাঁত খিচন)

সবু-দল-পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

সবু-দল-লেডি। (দাঁত খিচন)

লালদল ও সবুজদল। } War war war !!!

(কহ্লার প্রবেশ।)

গীত।

তোম দোনো দল জিনা কেয়া কহ্‌না,

খোস মেজাজ্‌মে থোড়া রোজ দুনিয়ামে রহ্‌না।

মৎলব সাফাই, কিয়া ঘরমে লড়াই,

যেসনে এলেম দিয়া, যেসসে রুজি লিয়া, ওস্কা দুসমন কিয়া,

দেখ ঢুঁড়কে হিন্দুস্থান, কেয়া হিন্দু ইয়া মুসলমান,

বাঙালী গালি কহে বেইমান,

হর ঘড়ি হর রোজ নয়া বায়না,

করতে হো নয়া বায়না।

(জনৈক সাহেবের প্রবেশ।)

সাহেব। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

(জনৈক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভট্টা। থামো, থামো! সাহেব বল্‌ছে সব জিত! এস সকলে মিলে সাহেবদের স্তোত্র পাঠ করি।

জয় জয় শুভ্রকায়, জয় ভারত শাসন,

কোট পেণ্টলুন ভূষা, জয় চেয়ার আসন।

মদ্যপান হুল্য দান, ঘন ঘন ঘুসো চালন,

লম্ফ ঝম্ফ ঘোর দম্ফ কুক্কুরাদি পালন।

বিড়ালাক্ষ, স্বার্থ লক্ষ্য, বাদীপক্ষ নাশন।

দীন ক্ষীন বঙ্গবাসী দেহি দেহি অসন।

জয় জয় সাহেবের জয়, জয় জয় সাহেবের জয়॥

গীত।

সকলে। Here's the end,
Indulgence lend, our faults you mend,
Your blessings send
Patrons and freinds dear,
To all a merry Christmas, a happy New year

যবনিকা।

[library stamp]